অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : আমোস

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : আমোস

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

কিতাবের প্রথম আয়াতে আমোসের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, "তিনি তকোয়স্থ ভেড়ার পালকদের একজন ছিলেন।" ৭:১৪-১৫ আয়াতে আমোস তাঁর নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, যদি এই অংশটি বাদ দেওয়া হয় তাহলে তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। তিনি এখানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি নবী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন "ভেড়ার রাখাল এবং ডুমুর ফল সংগ্রাহক," যাকে আল্লাহ্‌ উত্তর রাজ্যের লোকদের কাছে তাঁর বাণী তবলিগ করার জন্য বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সময়কাল

কিতাবের প্রথম আয়াতে আমোস যে সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই সময়ের কথাও এতে উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে "এহুদার বাদশাহ্‌ উষিয় এবং . . . ইসরাইলের বাদশাহ্‌ . . . ২য় ইয়ারাবিম" রাজত্ব কালে আমোস ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে উভয় বাদশাহ্‌ রাজত্ব করেন, এই দীর্ঘ সময় কাঠামোর মধ্যে আমোসের কিতাবখানি লেখা হতে পারে। ২য় ইয়ারাবিম ৭৯৩ খ্রী.পূ. ইসরাইলের উপর রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং উষিয় ৭৩৯ খ্রী.পূ. মারা যান। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই সময় কাল ছিল ৭৬০ খ্রী.পূ. মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে। কিন্তু এটি আগে না পরে তা বলার মত চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। ৭:১৭ আয়াতে অবস্থার বিচারে সামান্য একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানে আমোস সম্ভবত এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, অমৎসিয় নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তিনি মারা যাবেন (যদি উত্তরে শুমারী ৪:৩ আয়াত কার্যকর থাকে) ইমাম হিসেবে কাজ করার জন্য অমৎসিয়ের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর ছিল এবং ৭২২ খ্রী.পূ. উত্তর রাজ্যের নির্বাসনের ঘটনা ঘটেছিল।

বিষয়বস্তু

আমোস কিতাবের বিষয়বস্তু হল, আল্লাহ্‌র সার্বজনীন বিচার। ইসরাইল জাতি স্পষ্টভাবে এই প্রত্যাশা করেছিল যে, যখন তাদের সমস্ত শত্রুদের উপর শাস্তি নেমে আসবে তখন মাবুদের রাজ্য স্থাপিত হবে (১:১–২:৫) তারা যে বিষয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না তা হল, সেই দিনের বিচার তাদের উপরেও একই ভাবে নেমে আসবে (২:৬–৯:১০)। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ উপভোগ করার অবস্থা থেকে অনেক দূরে থাকার জন্য তারা তাদের প্রতিবেশীর চেয়ে অনেক বেশি দায়ী থাকবে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

খ্রী.পূ. ৭৮০-৭৪৫ শতাব্দী থেকে আশেরীয় সাম্রাজ্য পূর্ববর্তী শতাব্দীতে কেনানীয় উপকূলের জাতিদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তা আর অব্যাহত রাখতে পারে নি। এই একই সময় এহুদা এবং ইসরাইল সুন্দরভাবে সুদৃঢ় রাজ্য শাসন করার জন্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই দুটি বিষয়ের কারণে এই দুই জাতি সোলায়মান বাদশাহ্‌র রাজত্বের সময়ের সম্পদ এবং অনুপম সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এটি উত্তর রাজ্য ইসরাইলের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। এহুদা জন সাধারণ থেকে মুক্ত হয়ে আরও বেশি পৃথক থাকার জন্য এবং ইসরাইল যেভাবে করেছিল তার চেয়ে কম চাষযোগ্য ভূমির অধিকারী হওয়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। এই ভাবে যখন সম্পদ সংগ্রহ করার এবং সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল, তখন ইসরাইল সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে চলে যায়।

ইতিহাসের সর্বত্র এই সত্যটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ইসরাইলীয়রা এই সম্পদ এবং সৌভাগ্যকে আল্লাহ্‌র দোয়ার সুস্পষ্ট চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই ভাবে তারা দৃঢ় উপায়ে এই বিশ্বাসকে ধরে রেখেছিল যে, "মাবুদের দিন" শীঘ্রই প্রকাশ পাবে, যে দিনে আল্লাহ্‌ তাদের শত্রুদের দমন করে তাদের পায়ের নিচে আনবেন এবং তারা সমস্ত দুনিয়ার শাসক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের বর্তমান সম্পদ এবং ক্ষমতা আল্লাহ্‌র দোয়ার প্রমাণ স্বরূপ ছিল না। আমোস এভাবে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের যে চুক্তি ছিল তা গুরুতর ভাবে লঙ্ঘন করার কারণে তারা প্রকৃতপক্ষে অভিশাপের অধীনে রয়েছে। তাদের যে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে তা তারা গরীবদের কাছ থেকে জোর করে দখল করেছে, যারা ধনবান এবং ক্ষমতাবান তারা ক্রমাগতভাবে অত্যাচার নিপীড়ন করে যাচ্ছিল। জাদুবিদ্যা দিয়ে আল্লাহ্‌র এবাদতের চেয়ে তাদের আল্লাহ্‌র প্রকৃত এবাদত করার উদ্যোগ ছিল খুব কম, প্রতিবেশী অ-ইহুদীদের ধর্মের সঙ্গে তাদের অনেক বেশি মিল ছিল। বেথেলে আমোসের বার্তা তবলিগ করার বিষয়টি আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না, যেখানে ৯৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর রাজ্যে ইয়ারাবিম নামক এক ব্যক্তি

(প্রথম ইয়ারাবিম) ইসরাইল জাতির এবাদতের জন্য সর্ব প্রথম "সোনার বাছুর" স্থাপন করেছিল।

এই ভাবে ইসরাইল জাতি নতুন "স্বর্ণ যুগ" হিসেবে যা দেখেছিল প্রকৃত পক্ষে তা ছিল চরম ভুলের সর্বশেষ আবেগ। তাদের এই নির্বোধের মত প্রত্যাশার ভ্রান্তি দূর করার জন্য তাদের কাছে তবলিগ করার কাজটি আমোসের কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয়েছিল। ইসরাইল যে কেবল দুনিয়ার শাসক হতে যাচ্ছিল তাই নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েক বছরের মধ্যে ইসরাইলের যে একটি জাতি হিসেবে কোন অস্তিত্ব থাকবে না তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের অনুপযুক্ত লোক হিসেবে জীবন ধারণ করবে (৯:১১-১৫)। "মাবুদের দিন", আলোর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারের দিনে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমোস যে পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন তাতে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন। যদিও কোন মানুষ এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ জানতেন যে আশেরিয়া এখনও চরমভাবে নিভে যাওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করে নি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই শেষ শতাব্দীতে এর প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে এটি ছিল কেবল মাত্র "এর শ্বাস গ্রহণ করা"। ৭৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৩য় তিগ্লৎ পিলেষর আশেরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২০ বছরের অধিক কাল পরে ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর রাজ্য ইসরাইলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

কাঠামো

আমোস কিতাবের প্রথম ছয়টি অধ্যায় বিচারের দৈববাণী নিয়ে রচিত – ইসরাইলের লোকদের কাছে আমোসের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা দৈববাণীর মৌখিক বার্তা। এই অধ্যায়গুলোর মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমটি পাওয়া যায় ১:২–২:১৬ আয়াতে। এই কাব্যিক উক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে এই ভাবে: মাবুদ এই কথা বলেন (১:৩, ৬, ৯, ১১, ১৩; ২:১, ৪, ৬)। শেষেরটি ছাড়া (২:৬-১৬) এর সবই বিশ্বাস এবং ইসরাইলের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে সিরিয়া (১:৩-৫) থেকে এহুদা (২:৪ -৫)। এদের প্রত্যেকেই (এহুদা সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ সহ) নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত – মৌলিক গুনাহ্‌সমূহ মানবতার বিরুদ্ধে। এহুদা যে নীতিকে শক্তভাবে ধরে রেখেছিল তা হল: মাবুদের শরীয়ত অগ্রাহ্য করা (২:৪-৫)।

কেউ এটা মনে করতে পারেন যে (২:৫), এই বিষয়ের ভিত্তিতে আমোসের ইসরাইলীয় শ্রোতারা খুব সন্তুষ্ট হবেন। প্রকৃতপক্ষে তারা যা বিশ্বাস করে তিনি তা জোরালো ভাবে উপস্থাপন করেছেন: আল্লাহ্ এই সব আল্লাহ্ বিহীন প্রতিবেশীদের বিচার করতে যাচ্ছেন (আত্ম ধার্মিক এহুদাও এর আওতায় রয়েছে)। এখানে বিশ্বাস করার জোরালো কারণ রয়েছে যে, তিনি নিরপেক্ষ বিচার কাজের জন্য ইসরাইলকে ব্যবহার করেছেন। কেবল শেষ বিষয়টি ছাড়া অনেক বিস্তৃত প্রারম্ভিক দৈববাণী ইসরাইলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যা প্রচণ্ড আঘাত হিসেবে নেমে আসবে। আমোস ইসরাইলের গুনাহ্ সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এই ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইসরাইল অত্যাচার নিপীড়ন করেছে। তারা অত্যন্ত কুৎসিত ও অশ্লীল কাজ করেছে এবং তারা কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ ধর্মীয় কাজ সমূহ পালন করেছে। এই ভাবে তারা পর্যায়ক্রমে গুনাহের কাজগুলো করে গেছে (২:৬-৮)। আর এই গুনাহ্ সমূহ স্পষ্টত অত্যন্ত জঘন্য ছিল। যে আল্লাহ্ ইসরাইলের প্রতি দয়া দেখিয়ে তাদের মিসরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং কেনান দেশ দিয়েছিলেন, সেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে ইসরাইলের শরীয়তকে তারা চরমভাবে লঙ্ঘন করেছিল (২:৯-১১)। আর এর পরিণতি স্বরূপ কেবল ধ্বংসই তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল (২:১৩-১৬)।

দৈববাণীর দ্বিতীয় অংশ (৩:১ থেকে ৬:১৪) এই সব অভিযোগের এবং বিচার ও শাস্তির যুগ্মভাবে ঘোষণার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। প্রথম অংশের অভিযোগ ও দোষারোপের বর্ণনা আরও দীর্ঘ এবং "তোমরা এই কথা শোন", এই শব্দ গুচ্ছ দ্বারা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (৩:১; ৪:১; ৫:১)। ৫:১৮ থেকে ৬:১৪ আয়াত পর্যন্ত "শোক ও বিপদের" তিনটি দৈববাণীর উল্লেখ রয়েছে যা হয়তো একটি দীর্ঘ বর্ণনার তিনটি অংশ স্বরূপ অথবা হয়তো এটি তিনটি সম্পর্কযুক্ত বর্ণনার সঙ্কলন। দ্বিতীয় অংশে সৃষ্টিকর্তা রূপে (৪:১৩; ৫:৮-৯) আল্লাহ্‌কে নিয়ে লেখা দুটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো দীর্ঘ প্রশংসা গানের খণ্ডিত অংশ হিসেবে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা যায় যা আমোস তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন অথবা এটি ছিল কেবল আমোসের গীতিকাব্যিক কাজের আবেগময় প্রকাশ।

কিতাবের শেষ ভাগ হল আসন্ন শাস্তির দর্শনের সমাহার (৭:১–৯:১৫)। প্রথম দর্শন (৭:১-১৭) দেখায় যে, যদি আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার প্রকাশ পায় তাহলে শাস্তি এবং বিচার সত্য বলে ঘোষিত হতে পারে না। যথার্থ দর্শনের পর (৭:১-৯) ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ঘটলো যার মধ্যে দর্শনের বিষয় আরও অধিক জোরালো হয়েছে। যদি আল্লাহ্‌র কথা ইমাম অমৎসিয় না শোনেন এবং মন পরিবর্তন করে অনুতাপ না করেন (৭:১০-১৭) তাহলে কী প্রত্যাশা করা যাবে? দ্বিতীয় দর্শনে (৮:১-১৪) আসন্ন পরিণাম সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে। শেষ দর্শনে (৯:১-১৫) ধ্বংসের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা আল্লাহ্ ইসরাইলের প্রতি ঘটাতে যাচ্ছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দাউদের গৃহ সুরক্ষা করবেন (৯:১১)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

যে ছাতার নিচে আমোস কিতাবের সমস্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী। এর মধ্যে রয়েছে বিচার ও শাস্তির দৈববাণী এবং মুক্তি চূড়ান্ত দৈববাণী। কিন্তু কিতাবটির প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ বা প্রহসন। এখানে প্রচলিত উপাদানের বিষয় দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। যেমন বিপদ বা অমঙ্গল বিষয়ক বিবৃতি এবং মন্দ আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র, বিদ্রূপাত্মক ধরন অথবা রীতির দ্বারা সমালোচনা ব্যবহার করা হয়েছে এবং অতি প্রচলিত বিদ্রূপাত্মক কথা প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সব বড় বড় সাহিত্য বিষয় ধারা ছাড়াও আমোস কিতাবটিতে রয়েছে ছোট ছোট রূপক উপমা এবং তুলনা বা সদৃশতা মূলক বিবৃতি (তোমরা বাশনের গাভী, ৪:১), বাগ্মীতা বিষয়ক প্রশ্ন এবং ব্যঙ্গ রচনার শিক্ষা। এর মধ্যে এবাদতের জন্য ইমামীয় আহ্বানের যে প্রচলিত রীতি এবং যে রূপক উপমান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে প্রচলিত অর্থের মধ্যে নতুন এবং পরিবর্তন সূচক পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে। অন্য যে সব রীতি আমোস কিতাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা হল উক্তি বা প্রবাদ, দণ্ডাজ্ঞার বর্ণনা সম্বলিত গজল এবং দর্শন বিষয়ক রচনা।

আমোস নিজেকে একজন স্পষ্টবাদী বিদ্রূপকারী হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন (৭:১৪-১৫)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সাহিত্য বিষয়ক কলা কৌশলের শিক্ষক ছিলেন এবং বিশেষ করে কার্যক্ষেত্রে তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হতাশার সমষ্টির মধ্যে বাগ্মিতা দেখতে পাওয়া যায়। এই সব সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়, যার মধ্যে লেখক তাঁর কল্পনা পূর্ণ উদ্যম এবং উদ্ভাবনে সক্ষমতা এবং বিদ্রূপাত্মক কলাকৌশলগুলো তাঁর সংশ্লিষ্ট পাঠকদের তাদের মন্দতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য তাদের আঘাত ও সচেতন করতে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠিত রীতিগুলো ব্যবহার করেছেন।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্‌ দুনিয়ার সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ইসরাইলকে বেছে নিয়েছেন (৩:২) এবং তিনি তাদের সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেখানে ধার্মিকতা এবং ন্যায় বিচার রয়েছে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় পরিমণ্ডলে মানব জাতির জন্য প্রকাশিত হবে। ইসরাইলের উত্তর রাজ্য এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং এই সুযোগের অপব্যবহার করেছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাদের এই সমস্ত দোষের জন্য এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে বিশেষভাবে আরও বেশি তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছেন। তবে এমন ভয়ানক শাস্তি সত্ত্বেও সমস্ত আশা ম্লান হয়ে যায় নি। দাউদের উত্তরাধিকারী নিশ্চিতভাবে আসবেন, যার মধ্যে কেবল ইসরাইল ও এহুদাই নয়, বস্তু সমগ্র দুনিয়া শান্তি ও রহমত খুঁজে পাবে।

প্রধান বিষয়বস্তু

- মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; এই কারণে তাঁর ধার্মিকতার ধরন হল সর্বব্যাপী এবং আল্লাহ্‌র এই ধার্মিকতার আলোয় সমস্ত মানুষকে বিচারের অধীনে আনা হবে।
- অন্য লোকদের ন্যায় পরায়ণতা এবং ধার্মিকতার আচরণ হল মাবুদের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কের প্রধান প্রধান প্রমাণ।
- ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও আচার অনুষ্ঠানে ন্যায়ের অনুপস্থিতি এবং অন্য বিষয়ে ধার্মিক হিসেবে দেখাবার আচরণ আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে।
- মাবুদের সঙ্গে ইসরাইলের শরীয়ত তাদের বিশেষ রক্ষার জন্য নিশ্চয়তা দেবে না, যেহেতু তারা শরীয়ত ভঙ্গ করেছে। অধিকন্তু, এর অর্থ হল যে, তারা বাধ্যতার উচ্চ মান ধরে রাখবে এবং বিচারের আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার অধীন হবে।
- এই রকম মাবুদের দিন অননুতপ্ত ইসরাইলের জন্য বিস্ময়কর মুক্তির দিন হবে না। অধিকন্তু এটি হবে তাদের ভয়ানক ধ্বংসের দিন।
- তথাপি বিশ্বস্ত অবশিষ্ট ব্যক্তিরা রক্ষা পাবে এবং এক দিন গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দোয়ার দিন দেখতে পাবে।

আশেরিয়া সম্রাজ্যের কাছে ঠিক যে সময় সামেরিয়ার পতন ঘটে ঐ দশকে সম্ভবত আমোস ইসরাইলের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলেন। উত্থান ঘটা এই প্রাচীন সাম্রাজ্য ইয়ারাবিম এবং উষিয়ের সময় থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে এই সাম্রাজ্যের শক্তি হ্রাস পাওয়া পর্যন্ত প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী শাসক ছিল। আশেরীয় সাম্রাজ্য অবশেষে ঊর থেকে আরারাট এবং আরারাট থেকে মিসর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মধ্য প্রাচ্য গ্রাস করেছিল।

আমোসের সময় ইসরাইল ও এহুদা

৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

মেষপালক আমোস তকোয়ার বাসিন্দা ছিলেন। ইসরাইল এবং এহুদা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের অধীনে ইসরাইল রাজ্য সিরিয়ার অনেক এলাকা দখল করে, যদিও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, কতটা দৃঢ়ভাবে তারা তা দখলে রাখতে পেরেছিল। একই ভাবে ইসরাইল দক্ষিণের অন্যান্য অঞ্চলের মত প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন গ্রাম দখল করেছিল। কিন্তু দুই দশকের মধ্যে নতুন শক্তি হিসেবে উত্থান ঘটা আশেরীয় সাম্রাজ্য ইসরাইল থেকে সিরিয়া, গালীল এবং গিলিয়দ দখল করে নেয় এবং ইসরাইল ও এহুদা উভয়ই আশেরীয়

সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে।

প্রধান আয়াত: "কিন্তু বিচার পানির মত প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা চিরপ্রবহমাণ স্রোতের মত বয়ে যাক" (৫:২৪)।

প্রধান প্রধান লোক: আমোস, অমৎসিয়, ২য় ইয়ারাবিয়াম।

প্রধান প্রধান স্থান: বেথেল, সামেরিয়া

কিতাবটির রূপরেখা:

১) আটটি জাতিকে শাস্তির ভয় দেখানো (১ ও ২ অধ্যায়)
২) ইসরাইলের দোষ এবং শাস্তি (৩–৬ অধ্যায়)
৩) যে শাস্তি আসছে তার চিহ্নগুলো (৭:১–৯:১০ আয়াত)
৪) ভবিষ্যতে ইসরাইলের পুনস্থাপন (৯:১১-১৫ আয়াত)

হযরত আমোসের দর্শন

দর্শন / রেফারেন্স	গুরুত্ব
পঙ্গপালের ঝাঁক ৭:১-৩	আল্লাহ্ শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, যা তিনি আমোসের মিনতির কারণে বিলম্ব করেছিলেন।
আগুন ৭:৪-৬	ভূমিকে গ্রাস করার জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু আমোস লোকদের পক্ষ হয়ে মিনতি করেছিলেন।
দেয়াল এবং ওলন দড়ি ৭:৭-৯	আল্লাহ্ দেখবেন যে লোকেরা কুটিল কি না, এবং যদি তারা তা হয়, তিনি তাদের শাস্তি দিবেন।
পাকা ফলের ঝুড়ি ৮:১-১৪	লোকেরা শাস্তি পাবার জন্য পরিপক্কতা লাভ করেছে; যদিও এক সময় তারা সুন্দর ছিল, এখন তারা পচে গেছে।
কোরবানগাহের পাশে মাবুদ দাঁড়ানো ৯:১	শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে।

ইসরাইলের উপর আল্লাহ্‌র বিচারের বিষয়ে আমোস দর্শনের পরম্পরা দেখেছিলেন। আল্লাহ্ পঙ্গপালের ঝাঁক অথবা আগুন পাঠিয়ে ইসরাইলের বিচার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ইসরাইলের পক্ষে আমোসের মধ্যস্থতা সত্ত্বেও যেহেতু ইসরাইল অবাধ্যতাকে চালিয়ে নিয়ে গেছে তাই আল্লাহ্ বিচারদন্ড কার্যকর করবেন।

হযরত আমোস

হযরত আমোস ইসরাইলে (উত্তরের রাজ্যে) ৭৬০-৭৫০ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	ইসরাইল শান্তি এবং অর্থনৈতিক সফলতা ভোগ করছিল। কিন্তু এই দোয়া তাকে একটি স্বার্থপর, জড়বাদী সমাজে পরিণত করেছিল। যারা ভাল অবস্থায় ছিল তারা কম ভাগ্যবানদের প্রয়োজন অবজ্ঞা করত। লোকেরা আত্মকেন্দ্রিক ছিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি উদাসীন ছিল।
মূল বার্তা	যারা অভাবীদের শোষণ করত এবং এড়িয়ে চলত আমোস তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।
বার্তার গুরুত্ব	আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা ব্যক্তিগত ঈমানের চেয়েও বেশি কিছু। আল্লাহ্ সকল ঈমানদারদেরকে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য এবং যারা কম ভাগ্যবান তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপরে আল্লাহ্‌র শাসন

১ 1 আমোসের কথা। তিনি তকোয়স্থ ভেড়ার
পালকদের এক জন ছিলেন; তিনি এহুদার
বাদশাহ্‌ উষিয়ের কালে এবং যোয়াশের পুত্র
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের কালে,
ভূমিকম্পের দু'বছর আগে, ইসরাইল সম্বন্ধে
এসব দর্শন পান।
2 তিনি বললেন, মাবুদ সিয়োন থেকে গর্জন
করবেন, জেরুশালেম থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর
শোনাবেন; তাতে ভেড়ার রাখালদের চার-
ণভূমিগুলো শোক করবে হবে, কর্মিলের শিখর
শুকিয়ে যাবে।

[১:১] ২শামু ১৪:২।
[১:২] ইশা ৪২:১৩।
[১:৩] আমোষ ২:৬।
[১:৪] ইয়ার ৪৯:২৭; ইহি ৩০:৮।
[১:৫] ইয়ার ৫১:৩০।

3 মাবুদ এই কথা বলেন, দামেস্কের তিনটা
অধর্মের কারণে,
এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য আমি তার
দণ্ড নিবারণ করবো না,
কেননা তারা লোহার শস্য-মাড়াই যন্ত্রে
গিলিয়দকে মাড়াই করেছে;
4 অতএব আমি হসায়েল-কুলে আগুন নিক্ষেপ
করবো,
তা বিন্‌হদদের অট্টালিকাগুলো গ্রাস
করবে।
5 আর আমি দামেস্কের অর্গল ভেঙ্গে ফেলবো,
আবনের উপত্যকা থেকে সেখানকার নিবাসীকে
ও বৈৎ-এদন থেকে রাজদণ্ডধারীকে মুছে ফেলব;

১:১ আমোস। সম্ভবত অমসিয় নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ (২ খান্দান ১৭:১৬), যার অর্থ "মাবুদ বহন করেন" কিংবা "মাবুদ তুলে ধরেন"। *ভেড়ার পালক।* হিব্রু ভাষার এই শব্দটি পুরাতন নিয়মের এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র মোয়াবের বাদশাহ্‌ সম্পর্কে দেখতে পাওয়া যায় (২ বাদশাহ্‌ ৩:৪, যেখানে এর অর্থ করা হয়েছে যিনি মেষ পালন করেন)। তুলনা করুন ৭:১৪ আয়াত, যেখানে একটি ভিন্ন হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমোস এমন কোন পেশাদার নবী ছিলেন না যিনি তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কখনো কোন ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করেন নি। *তকোয়া।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা। *দর্শন পান।* অর্থাৎ তিনি বেহেশতী প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। *ভূমিকম্প।* সম্ভবত খুবই শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প, যা বহু দিন মানুষের স্মরণে ছিল এবং সম্ভবত এই ভূমিকম্পের কথাই জাকা ১৪:৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় এই এলাকায় ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘটে যাওয়া একটি তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প সম্পর্কে হদিস পাওয়া গেছে। এই ভূমিকম্পটির উল্লেখ থাকার কারণে আমরা মনে করতে পারি যে, লেখক এই ঘটনাটিকে মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচারের কোন বিশেষ একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। *উষিয়।* দেখুন ভূমিকা: সময়কাল এবং ঐতিহাসিক অবস্থান; এর সাথে দেখুন ইশা ৬:১ আয়াতের নোট। *ইয়ারাবিম।* দেখুন ভূমিকা: সময়কাল ও ঐতিহাসিক অবস্থান।

১:২ বিষয়বস্তুভিত্তিক একটি আয়াত, যা নবী আমোসের বার্তার মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করে। *গর্জন করবেন।* আমোস ছিলেন একজন মেষপালক, যাকে ইসরাইলের কাছে এই কথা বলে সতর্ক করে দিতে পাঠানো হয়েছিল যে, তিনি একটি সিংহের গর্জন শুনেছেন এবং সেই সিংহটি আরও কেউ নয়, স্বয়ং আল্লাহ্‌, যিনি নিজেই ইসরাইলের পালক হতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য প্রেক্ষাপটে এই রূপকটির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন ইয়ার ২৫:৩০; যোয়েল ৩:১৬ আয়াত। *সিয়োন থেকে।* মাবুদ আল্লাহ্‌ জেরুশালেমে তাঁর বেহেশতী সিংহাসন স্থাপন করেছেন, তাঁর বিশেষ লোকদের মধ্যে এবং সেখান থেকে তিনি তাদের উপরে ও সেই সাথে অন্যান্য জাতিদের উপরে বিচার ঘোষণা করবেন। *চারণভূমি ... কর্মিলের শিখর।* ৯:৩ আয়াত দেখুন। সবচেয়ে নিচু ও শুকনো ভূমি থেকে সবচেয়ে উঁচু ও সবুজ আচ্ছন্ন ভূমি, সবখানেই মাবুদের বিচার এমন এক মারাত্মক আঘাত হানবে যা পুরো দেশটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

১:৩–২:১৬ জাতিগণের বিরুদ্ধে বলা কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী; একই ধরনের বক্তব্য দেখুন ইশা ১৩:১–২৩:১৮ আয়াতে এবং নোট দেখুন। বিভিন্ন গুনাহ্‌র কারণে ইসরাইলের প্রতিবেশীদের উপরে শাস্তি ঘোষণা করার পর নবী আমোস আল্লাহ্‌র মুখ স্বরূপ হয়ে তাঁর নিজের জাতির দুটি রাজ্যের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন। ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌র তালিকা করতে গিয়ে দেখা গেল তা অন্য কোন পরজাতীয়দের গুনাহ্‌র চেয়ে কম নয়।

১:৩ মাবুদ এই কথা বলেন। দেখুন আয়াত ৬, ৯, ১১, ১৩; ২:১, ৪, ৬। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি নবী আমোস বার্তাবাহক দূতের ভঙ্গিতে এই বিচারের কথা উপস্থাপন করেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। *তিনটা অধর্মের কারণে ... চারটা অধর্মের জন্য।* তাদের বহুবিধ গুনাহ্‌, বিশেষ করে যেগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন আয়াত ৬, ৯, ১১, ১; ২:১, ৪, ৬। এ ধরনের সংখ্যাগত আরও বিষয় দেখুন আইউব ৫:১৯; মেসাল ৬:১৬; মিকাহ্‌ ৫:৫ আয়াত ও নোট। *দামেস্ক।* ইসরাইলের উত্তর দিকে অবস্থিত অরাম প্রদেশের রাজধানী (ইশা ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তৎকালে ইসরাইলের অন্যতম প্রধান দুশমন। তার অপরাধ হচ্ছে গিলিয়দের বন্দী করা লোকদের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন, যা ছিল গালীলের পূর্বে অবস্থিত ইসরাইলের একটি অঞ্চল। *নিবারণ করবো না।* দেখুন আয়াত ৬, ৯, ১১, ১৩; ২:১, ৪, ৬; ইশা ৯:১২, ১৭, ২১ ও নোট; ইয়ার ২৩:২০। *লোহার শস্য-মাড়াই যন্ত্র।* কাঠের উপরে লোহার দাঁত বসানো ঘূর্ণায়মান যন্ত্র, যা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে চালানো হত (তুলনা করুন আইউব ৪১:৩০; ইশা ২৮:২৭; ৪১:১৫; হাবা ৩:১২; এর সাথে দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৩:৭ আয়াত এবং রূত ১:২২ আয়াতের নোট)।

১:৪ আগুন ... গ্রাস করবে। দেখুন আয়াত ৭, ১০, ১২, ১৪; ২:২, ৫; সাধারণত বেহেশতী বিচারের কথা বোঝাতে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা বড় বড় নগর ও দুর্গ পুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে (ইয়ার ১৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; হোসিয়া ৮:১৪)। *হসায়েল।* দামেস্কের বাদশাহ্‌ (৮৪৩-৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (২ বাদশাহ্‌ ৮:৭-১৫ আয়াত দেখুন এবং ৮:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *অট্টালিকা।* দেখুন আয়াত ৭, ১০, ১২, ১৪; ২:২, ৫; সম্ভবত এখানে শুধুমাত্র অট্টালিকার কথা বোঝানো হয় নি, বরং সেই সাথে প্রাসাদ বা দুর্গের মত ভবনও বোঝানো হয়েছে যেখানে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরা বসবাস করতো। *বিন্‌হদদ।* তৃতীয় বিন্‌হদদ (৭৯৬-৭৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), হসায়েলের পুত্র (২ বাদশাহ্‌ ১৩:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ৮:১৪-১৫)।

১:৫ রাজদণ্ডধারী। বাদশাহ্‌, শাসনকর্তা; দেখুন আয়াত ৮; আক্ষরিক অর্থে "যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন।" *আবনের*

এবং অরামের লোকেরা বন্দী হয়ে কীরে যাবে;
মাবুদ এই কথা বলেন।
৬ মাবুদ এই কথা বলেন,
গাজার তিনটা অধর্মের কারণে, এমন কি,
চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না,
কেননা তারা ইদোমের হাতে তুলে দেবার জন্য
সমস্ত লোককে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল;
৭ অতএব আমি গাজার প্রাচীরে আগুন নিক্ষেপ করবো,
তা তার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।
৮ আর আমি অস্‌দোদ থেকে সেখানকার
নিবাসীকে ও অস্কিলোন থেকে রাজদণ্ডধারীকে
মুছে ফেলব; ইক্রোণের বিপক্ষে আমার হাত
বাড়িয়ে দেবো, আর ফিলিস্তিনীদের অবশিষ্টাংশও
বিনষ্ট হবে; এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন।
৯ মাবুদ এই কথা বলেন,
টায়ারের তিনটা অধর্মের জন্য, এমন কি,
চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না,
কেননা তারা সমস্ত লোককে ইদোমের হাতে
তুলে দিয়েছিল,
ভ্রাতৃ-নিয়ম স্মরণ করলো না।

[১:৬] পয়দা ১০:১৯; ১শামু ৬:১৭; সফ ২:৪।
[১:৮] ২খান্দান ২৬:৬।
[১:৯] ১বাদশা ৫:১; ৯:১১-১৪; ইয়ার ২৫:২২; যোয়েল ৩:৪; মথি ১১:২১।
[১:১০] ইশা ২৩:১-১৮; ৩৪:৮; ইয়ার ৪৭:৪; ইহি ২৬:২-৪; জাকা ৯:১-৪।
[১:১১] ইহি ২৫:১২-১৪; জাকা ১:১৫।
[১:১২] পয়দা ৩৬:১১, ১৫।
[১:১৩] পয়দা ১৯:৩৮; ইহি ২১:২৮।
[১:১৪] দ্বি:বি ৩:১১।

১০ অতএব আমি টায়ারের প্রাচীরে আগুন
নিক্ষেপ করবো,
তা তার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।
১১ মাবুদ এই কথা বলেন,
ইদোমের তিনটা অধর্মের কারণে, এমন
কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা সে তলোয়ার নিয়ে আপন ভাইকে
তাড়না করেছিল, করুণার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল;
তার ক্রোধ নিত্য জ্বলে উঠতো, তার কোপ সব
সময় প্রস্তুত থাকতো;
১২ অতএব আমি তৈমনের উপরে আগুন
নিক্ষেপ করবো,
তা বস্রার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।
১৩ মাবুদ এই কথা বলেন,
অম্মোনীয়দের তিনটা অধর্মের কারণে,
এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তাদের দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা তারা গিলিয়দস্থ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের
উদর বিদীর্ণ করেছিল, যেন নিজেদের সীমা
সম্প্রসারণ করতে পারে;
১৪ অতএব আমি রব্বার প্রাচীরে আগুন
জ্বালাবো,
তা তার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে,

উপত্যকা। সম্ভবত লেবানন এবং লেবাননের পার্শ্ববর্তী পর্বতসমূহের মধ্যবর্তী বেক্কা উপত্যকা, তবে এখানে দামেস্কের নদী উপত্যকার কথাও বোঝানো হতে পারে (২ বাদশাহ্ ৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন), যাকে "মন্দতার উপত্যকাও" বলা হয়ে থাকে। *বৈৎ-এদন।* সম্ভবত দামেস্ক, যে অঞ্চলটি বাগান হিসেবে পরিচিত ছিল। *অরাম।* দ্বি.বি. ২৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *কীর।* এই স্থানটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়। সম্ভবত এটি এলমের অন্তর্গত একটি স্থান ছিল (২ বাদশাহ্ ১৬:৯ আয়াত ও নোট দেখুন), যেখান থেকে অরামীয়রা এসেছিল (৯:৭)।

১:৬ গাজা। প্রধান পাঁচটি ফিলিস্তিনী নগরের মধ্যে একটি। এই নগরীটি মিসর থেকে কেনান দেশে প্রবেশের জন্য অন্যতম অন্তরায় ছিল। *সমস্ত লোক।* আয়াত ৯ দেখুন। শুধুমাত্র যে সৈন্যদেরকে যুদ্ধের সময় বন্দী করা হত তা নয়। সম্ভবত এখানে দক্ষিণ এহুদার গ্রামগুলোর কথা বলা হচ্ছে যা ইদোম থেকে গাজা পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথের উপরে অবস্থিত ছিল। *ইদোমের হাতে।* আয়াত ৯ দেখুন; গবাদিপশুর মত এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষ কেনা বেচা করা হত।

১:৮ অস্‌দোদ ... অস্কিলোন ... ইক্রোণ। ফিলিস্তিনী এলাকার আরও তিনটি নগর (৬ আয়াতের নোট দেখুন)। পঞ্চম নগরীটি ছিল গাৎ (৬:২ আয়াত দেখুন), যা সে সময় উষিয়ের দখলে ছিল (২ খান্দান ২৬:৬)। *অবশিষ্টাংশও বিনষ্ট হবে।* অর্থাৎ কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। সবশেষে ফিলিস্তিনীরা বখতে-নাসারের কাছে পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

১:৯ টায়ার। অন্যতম প্রধান ফিনিশীয় বাণিজ্য নগরী, যারা বাদশাহ্ দাউদের সময়ে ইসরাইলের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল (১ বাদশাহ্ ৫:১)। এই মিত্রতা বাদশাহ্ সোলায়মানের সময়ে (১ বাদশাহ্ ৫:১২) এবং পরবর্তীতে বাদশাহ্ আহাবের সময়েও টিকে ছিল, যাঁর শ্বশুর ছিলেন টায়ার ও সিডনের শাসক (১ বাদশাহ ১৬:৩০-৩১)। *ইদোমের হাতে তুলে দিয়েছিল।* আক্ষরিক অর্থে বিক্রি করে দিয়েছিল। তার অপরাধ ছিল ফিলিস্তিনের মতই (আয়াত ৬ দেখুন)।

১:১০ প্রাচীর। টায়ার ছিল প্রায় দুর্ভেদ্য এক দ্বীপ নগরী, যা নিজের সুরক্ষা নিয়ে রীতিমত গর্ব করতো (তুলনা করুন ইহি ২৬:১–২৮:১৯)।

১:১১ ইদোম। এই জাতির উৎপত্তি হয়েছিল হযরত ইসের বংশ থেকে (পয়দা ৩৬ অধ্যায় দেখুন; আর দেখুন পয়দা ২৫:২৩-৩০; ২৭:৩৯-৪০)। *আপন ভাই।* ইসরাইল (দেখুন ওবদিয়া ৮-১০ এবং ওবদিয়া ১০ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে চুক্তির "ভাই" হওয়ার বিষয়ে বলা হচ্ছে (৯ আয়াতের নোট দেখুন)। বারবার শত্রুভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট করাই ছিল ইদোমের অপরাধ।

১:১২ তৈমন ... বস্রা। ইদোমের প্রধান প্রধান নগরী। প্রথমটি পেট্রার কাছে অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয় (ওবদিয়া ৯ আয়াতের নোট দেখুন), এবং পরেরটি বর্তমান বসেইরা, যা ৩৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নগরীগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে ইদোম ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

১:১৩ অম্মোন। এই বিচারগুলো মূলত রব্বা নগর কেন্দ্রিক ছিল (আয়াত ১৪; দ্বি.বি ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন), যা বর্তমান আম্মান নগরী। জমি নিয়ে লোভের কারণে শুরু হয়েছিল এক নৃশংস গণহত্যা, যার কারণে নেমে এসেছিল প্রকৃতি প্রতিশোধ এবং জমি নিয়ে লোভ করার মত আর কোন লোকই শেষ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অবশিষ্ট ছিল না (১ বাদশাহ্ ৮:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:১৪ এই ভবিষ্যদ্বাণী আশেরীয়দের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছিল।

যুদ্ধের দিনে সিংহনাদ হবে, ঘূর্ণিবাতাস
দিনে প্রচণ্ড ঝটিকা হবে;
১৫ আর তাদের বাদশাহ্‌ ও তার কর্মকর্তারা
একসঙ্গে নির্বাসনে যাত্রা করবে; মাবুদ এই কথা
বলেন।

২ ১ মাবুদ এই কথা বলেন,
মোয়াবের তিনটা অধর্মের কারণে, এমন
কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা সে ইদোমের বাদশাহ্‌র অস্থি পুড়িয়ে
ছাই করে দিয়েছিলে;
২ অতএব আমি মোয়াবের উপরে আগুন
নিক্ষেপ করবো,
তা করিয়োতের অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে,
এবং কোলাহল, সিংহনাদ ও তূরীধ্বনি
সহকারে মোয়াব প্রাণত্যাগ করবে;
৩ আর আমি তার মধ্য থেকে শাসনকর্তাকে
মুছে ফেলব
এবং তার সঙ্গে তার সকল
কর্মকর্তাদেরকেও সংহার করবো;
মাবুদ এই কথা বলেন।

এহুদার দণ্ড

৪ মাবুদ এই কথা বলেন,
এহুদার তিনটা অধর্মের কারণে,
এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা তারা মাবুদের শরীয়ত অগ্রাহ্য
করেছে,
তাঁর বিধিগুলো পালন করে নি,
কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষেরা যে মিথ্যা বস্তুর
অনুগামী হয়েছিল,
তা দ্বারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে।
৫ অতএব আমি এহুদার উপরে আগুন নিক্ষেপ
করবো,
তা জেরুশালেমের অট্টালিকাগুলো গ্রাস
করবে।

ইসরাইলের দণ্ড

৬ মাবুদ এই কথা বলেন,
ইসরাইলের তিনটা অধর্মের কারণে, এমন
কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না,
কেননা তারা রূপার বিনিময়ে ধার্মিককে
ও এক জোড়া জুতার বিনিময়ে দরিদ্রকে
বিক্রি করেছে।
৭ তারা দীনহীন লোকদের মাথায় ভূমির ধূলির
আকাঙ্ক্ষা করে ও নম্র লোকদের পথ বাঁকা করে
এবং পিতা ও পুত্র এক নারীতে গমন করে, যেন
আমার পবিত্র নাম অপবিত্র হয়। ৮ আর তারা
সমস্ত কোরবানগাহ্‌র কাছে বন্ধক নেওয়া
কাপড়ের উপরে শয়ন করে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত
লোকদের আঙ্গুর-রস তাদের আল্লাহ্‌র
এবাদতখানায় পান করে।

[১:১৫] ১খান্দান ২০:১; ইয়ার ৪৯:১; ইহি ২১:২৮-৩২; ২৫:২-৭।
[২:১] ইশা ১৬:৬।
[২:২] ইউসা ৬:২০।
[২:৩] জবুর ২:১০।
[২:৪] ২বাদশা ১৭:১৯; হোশেয় ১২:২।
[২:৫] ইয়ার ১৭:২৭; হোশেয় ৮:১৪।
[২:৭] লেবীয় ১৮:২১; আমোষ ৫:১১-১২; ৮:৪।
[২:৮] হিজ ২২:২৬; দ্বি:বি ২৪:১২-১৩।

১:১৫ তাদের বাদশাহ্‌। এর সাথে ইয়ার ৪৯:৩ আয়াত এবং ৪৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১ মোয়াব। এর অবস্থান ছিল মৃত সাগরের পূর্ব দিকে (ইশা ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইদোমের বাদশাহ্‌র অস্থি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলে।* এতে করে বাদশাহ্‌র রূহ্‌ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।

২:২ করিয়োত। সম্ভবত একটি বহুবচন শব্দ, যার অর্থ "নগরসমূহ" কিংবা কোন একটি প্রধান নগরীর নাম (ইয়ার ৪:২৪) এবং মোয়াবের জাতিগত দেবতা কমোশের মন্দির (১ বাদশাহ্‌ ১১:৭, ৩৩ আয়াত দেখুন)।

২:৪ মাবুদের শরীয়ত অগ্রাহ্য করেছে। অন্য জাতিদের তুলনায় এহুদার গুনাহ্‌ বেশ আলাদা ছিল। এই সমস্ত জাতি মানবতার সর্বজন স্বীকৃত আইন ভঙ্গ করেছে। এদের গুনাহ্‌র মধ্যে ছিল ইসরাইলের অনুসৃত মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকার ও অবমাননা।

২:৫ আগুন ... জেরুশালেমের অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে। দেখুন আয়াত ১:৪ ও নোট। এহুদার শাস্তি হবে অম্মোন (১:৪), ফিলিস্তিন (১:৭), ফিনিশিয়া (১:১০), ইদোম (১:১২), অম্মোন (১:১৪) এবং মোয়াবের মত (২:২) – তারা যে সম্পদ ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর করতো এবং গর্ব করতো তা আর থাকছে না।

২:৬ ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌ পুরো জাতিটির নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরে। *ধার্মিক।* সম্ভবত তাদের কথা বোঝানো হয়েছে যাদের কোন ঋণ নেই এবং যাদেরকে জোরপূর্বক করে দেওয়ার আদৌ কোন কারণ নেই (তুলনা করুন লেবীয় ২৫:৩৯-৪৩)। একই ভাবে এখানে ধার্মিক বলতে "দরিদ্র" বোঝানো হতে পারে (আয়াত ৭; তুলনা করুন ৫:১২; ৮:৬), যার সাথে তুলনা করা যায় ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকদের গুনাহ্‌পূর্ণ আচরণ (দেখুন আয়াত ৪:১-৫; ৬:১-৭)। *দরিদ্র।* আল্লাহ্‌ আদেশ করেছেন যেন দরিদ্রদেরকে সাহায্য করা হয় (দেখুন দ্বি.বি. ১৫:৭-১১ আয়াত এবং ১৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু তাদেরকে বিক্রি করা হচ্ছিল কারণ তারা নিজ নিজ ঋণ ফেরত দিতে অসমর্থ ছিল।

২:৭ মাথায় ভূমির ধূলির আকাঙ্ক্ষা করে। আয়াত ৫:১১; ৮:৪ দেখুন। *দীনহীন ... নম্র।* তাদের যত্ন বিধান করা এবং তাদেরকে সমস্ত অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করা ছিল ইসরাইলের শরীয়তী আইন (হিজ ২৩:৬-৮); এছাড়াও প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে বাদশাহ্‌গণ এ ধরনের লোকদেরকে রক্ষা করতো। *পিতা ও পুত্র এক নারীতে গমন করে।* এই নারীটি গৃহকর্মী কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায় (যদি তাই হয় তাহলে পিতা ও পুত্র দুজনেই তাকে পতিতার মত করে ব্যবহার করেছে)। তবে যাই হোক না কেন, যে কোন নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে অবশ্যই তাকে বিয়ে করা ছিল শরীয়তের বিধান (হিজ ২২:১৬; দ্বি.বি. ২২:২৮-২৯)। একই নারীর সাথে পিতা ও পুত্রের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন একেবারেই নিষিদ্ধ কাজ ছিল (লেবীয় ১৮:৭-৮, ১৫; ২০:১১-১২)। *আমার পবিত্র নাম অপবিত্র হয়।* তুলনা করুন লেবীয় ১৮:২১ আয়াত ও নোট; ১৯:১২; ২০:৩; ২১:৬; ২২:২, ৩২; দেখুন ইয়ার ৩৪:১৬; ইহি ২০:৯ আয়াত ও নোট; ৩৬:২০-২৩; ৩৯:৭।

২:৮ সমস্ত কোরবানগাহ্‌র কাছে ... তাদের আল্লাহ্‌র এবাদতখানায়। যে সকল ইসরাইলীয়রা তাদের অসার ধাতব মূর্তিগুলোকে সংরক্ষণ করে শরীয়ত ভঙ্গ করছিল তারা এমন সব স্থানকে অপবিত্র করে তুলছিল যা সব সময় পবিত্র রাখার কথা। *বন্ধক নেওয়া কাপড়ের উপরে।* একজন ব্যক্তির গায়ের

৯ আমিই তো তাদের সম্মুখে সেই
আমোরীয়কে উচ্ছিন্ন করেছিলাম, যে এরস
গাছের মত দীর্ঘকায় ও অলোন গাছের মত বলিষ্ঠ
ছিল; তবু আমি উপরে তার ফল ও নিচে তার
মূল উচ্ছিন্ন করেছিলাম। ১০ আর ইমোরীয়ের
দেশ অধিকার হিসেবে দেবার জন্য আমিই
তোমাদের মিসর দেশ থেকে এনেছিলাম ও চল্লিশ
বছর পর্যন্ত মরুভূমিতে গমন করিয়েছিলাম।
১১ আর আমি তোমাদের পুত্রদের মধ্যে কাউকে
কাউকে নবী ও তোমাদের যুবকদের মধ্যে
কাউকে কাউকে নাসরীয় করে উৎপন্ন করতাম।
হে বনি-ইসরাইলরা, এই কথা কি সত্যি নয়?
মাবুদ এই কথা বলেন।
১২ কিন্তু তোমরা সেই নাসরীয়দের আঙ্গুর-রস
পান করাতে এবং সেই নবীদের হুকুম করতে
যেন ভবিষ্যদ্বাণী না বলে। ১৩ দেখ, পরিপূর্ণ
ঘোড়ার গাড়ি যেমন গমের আঁটি পেষণ করে,
তেমনি আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্থানে
নিষ্পেষণ করবো। ১৪ দ্রুতগামীর পলায়নের
উপায় নষ্ট হবে, বলবান আপন বল দৃঢ় করবে না
ও বীর নিজের প্রাণ রক্ষা করবে না; ১৫ আর
তীরন্দাজ দাঁড়িয়ে থাকবে না ও দ্রুত দৌড়াতে

[২:৯] শুমারী ২১:২৩-২৬; ইউসা ১০:১২।
[২:১০] হিজ ৬:৬; ২০:২।
[২:১১] দ্বি:বি ১৮:১৮; ইয়ার ৭:২৫।
[২:১২] ইশা ৩০:১০; ইয়ার ১১:২১; আমোষ ৭:১২-১৩; মীখা ২:৬।
[২:১৩] আমোষ ৭:১৬-১৭।
[২:১৪] আইউ ১১:২০।
[২:১৫] ইহি ৩৯:৩।
[২:১৬] ইয়ার ৪৮:৪১।
[৩:১] সফ ২:৫।
[৩:২] লূক ১২:৪৭।
[৩:৪] ইশা ৪২:১৩।
[৩:৫] জবুর ১১৯:১১০।
[৩:৬] শুমারী ১০:২; আইউ ৩৯:২৪;

পারা লোকেরাও রক্ষা পাবে না এবং
ঘোড়সওয়ারও নিজের প্রাণ রক্ষা করবে না;
১৬ আর বীরদের মধ্যে যে জন সাহসী, সেও
সেদিন উলঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাবে, মাবুদ এই কথা
বলেন।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে মাবুদের কথা

৩ ১ হে বনি-ইসরাইল, তোমরা এই কালাম
শোন, যা তোমাদের বিরুদ্ধে মাবুদ
বলেছেন– আমি মিসর দেশ থেকে যাকে বের
করে এনেছি, সেসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে– ২ আমি
দুনিয়ার সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তোমাদেরই পরিচয়
নিয়েছি, এজন্য তোমাদের সমস্ত অপরাধ বিচার
করে তোমাদের প্রতিফল দেব।
৩ একপরামর্শ না হলে দুই ব্যক্তি কি একসঙ্গে
চলে? ৪ শিকার না পেলে বনের মধ্যে সিংহ কি
গর্জন করে? কোন পশু না ধরলে গহ্বরে যুবা
কেশরী কি হুঙ্কার করে? ৫ কল না পাতলে পাখি
কি ফাঁদের কাছে আসবে? কিছু ধরা না পড়লে
কল কি ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠে? ৬ নগরের
মধ্যে তূরী বাজলে লোকেরা কি কাঁপে না? মাবুদ
না ঘটালে নগরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে?
৭ নিশ্চয়ই সার্বভৌম মাবুদ নিজের গোলাম

কাপড় ঋণের বন্ধক হিসেবে রাত পর্যন্ত রাখার নিয়ম ছিল না (দেখুন হিজ ২২:২৬-২৭ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ২৪:১২-১৩), কিংবা একজন বিধবার কাছ থেকে তার পোশাক বন্ধক নেওয়ারই নিয়ম ছিল না (দ্বি.বি. ২৪:১৭)। *অর্থদণ্ড।* সাধারণত ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান প্রয়োগ করা হত। অনেক সময় কোন কোন ক্ষতির জন্য অযথা বা মিথ্যা দোষারোপ করে অর্থ আদায় করা হত।

২:৯ আমিই ... উচ্ছিন্ন করেছিলাম। ইসরাইল জাতি শুধু যে আল্লাহ্‌র শরীয়ত জানতো না নয়, সেই সাথে তারা তাঁর বিশেষ ক্ষমতাপূর্ণ সহায় লাভের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ পেয়েছিল। *ইমোরীয়।* এখানে কেনান দেশের অধিবাসীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন পয়দা ১০:১৬; ১৫:১৬; কাজী ৬:১০ আয়াত)। *দীর্ঘকায় ... বলিষ্ঠ।* কেনানের লোকদের লম্বা শরীর কিংবা তাদের সামরিক শক্তি (শুমারী ১৩:২৭-৩৩ আয়াত দেখুন) কোন কিছুই তাদের উপরে আল্লাহ্‌র বিজয় লাভ করা প্রতিহত করতে পারে নি (দেখুন ইউসা ১০:৫, ১২-১৩)। *উপরে তার ফল ও নিচে তার মূল।* অর্থাৎ সম্পূর্ণতা নির্দেশ করা হয়েছে।

২:১০ আমিই তোমাদের ... এনেছিলাম। দেখুন আয়াত ৩:১; এর সাথে দেখুন হিজ ২০:২ আয়াত ও নোট। অতীতে ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ তাদের গুনাহ্‌র ভার যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি অন্যায় আচরণ করার কারণে বিচারে দাঁড়াতে হচ্ছে।

২:১১ নবী ও ... নাসরীয় করে উৎপন্ন করতাম। নবীরা ছিলেন আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত মুখপাত্র (দ্বি.বি. ১৮:১৫-২০ আয়াত দেখুন ও ১৮:১৫ আয়াতের নোট দেখুন), এবং নাসরীয়রা আল্লাহ্‌র প্রতি একান্তভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতেন (শুমারী ৬:১-২১ আয়াত দেখুন এবং ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন; কাজী ১৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন), যাদেরকে তাঁর লোকদের প্রতি বিশেষ উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যে সমস্ত লোকেরা ইমামতি গ্রহণ করে নি তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাঁর কালামের মধ্য দিয়ে ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর বিশ্বস্ততায় তাদেরকে ব্যবহার করার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন।

২:১২ কিন্তু তোমরা। ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি অসম্মান করেছে এবং এতে করে আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে যে কাজ করতে চান তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সমস্ত অনাগ্রহ তারা প্রকাশ করেছে (তুলনা করুন ৭:১৬)।

২:১৩ পরিপূর্ণ গাড়ির চাকার নিচে পড়লে যে কোন কিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে।

২:১৪-১৬ যারা নিজেদের অবস্থানে ঠিক থাকবে বা এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে বলে ভেবেছিল তারা কেউই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

২:১৬ সেদিন। যে দিন আল্লাহ্‌ তাঁর বিচার সাধন করার জন্য আসবেন (দেখুন আয়াত ৫:১৮; যোয়েল ১:১৫ আয়াত ও নোট) – যেমনটা তিনি উত্তর রাজ্যকে ধ্বংস করে দেওয়া আশেরীয় বাহিনীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে করেছিলেন।

৩:১–৫:১৭ ইসরাইল জাতির উপরে আল্লাহ্‌র বিচার যে সুনিশ্চিত, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এই অংশে।

৩:১ এই কালাম শোন। দেখুন আয়াত ৪:১; ৫:১। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তারা তাদের গুনাহ্‌র হিসাব দেয়।

৩:২ তোমাদেরই পরিচয় নিয়েছি। ইসরাইলের এখন যে শক্তিমত্তা রয়েছে ও যে সকল অনুগ্রহ তারা লাভ করেছে তা একমাত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি বলেই তারা লাভ করেছে। তার এই সমস্ত সুযোগ ও অধিকারের ফলশ্রুতিতে তাকে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল তা সে ভুলে গেছে এবং এখন তাকে সেগুলো মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৩:৩-৬ এই প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়ে (যার মধ্যে যুক্ত রয়েছে তুলনা) নবী আমোস ৭-৮ আয়াতের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে কেন তিনি এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো বলছেন। প্রত্যেকটি চিত্রই কারণ ও প্রভাব ব্যক্ত করেছে, যা

নবীদের কাছে তাঁর গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করে
কিছুই করেন না। ৮ সিংহ গর্জন করলে, কে না
ভয় করবে? সার্বভৌম মাবুদ কথা বললেন, কে
না ভবিষ্যদ্বাণী বলবে?
৯ তোমরা অস্‌দোদের অট্টালিকাগুলোর উপরে
ও মিসর দেশের অট্টালিকাগুলোর উপরে ঘোষণা
কর, আর বল, তোমরা সামেরিয়ার পর্বতমালার
উপরে জমায়েত হও; আর দেখ, তার মধ্যে কত
মহাকোলাহল! তার মধ্যে কত জুলুম! ১০ ওরা
ন্যায় আচরণ করতে জানে না, মাবুদ এই কথা
বলেন, তারা নিজ নিজ অট্টালিকায় দৌরাত্ম্য ও
লুট সঞ্চয় করে। ১১ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই
কথা বলেন, এক জন বিপক্ষ! সে দেশ ঘিরে
ফেলবে, সে তোমার প্রতিরক্ষার উপায়গুলো
ধ্বংস করবে এবং তোমার অট্টালিকাগুলো লুট
করবে।
১২ মাবুদ এই কথা বলেন, সিংহের মুখ থেকে
যেমন ভেড়ার রাখাল দু'টি পা কিংবা একটি
কর্ণমূল উদ্ধার করে, তেমনি সেই বনি-
ইসরাইলদের উদ্ধার করা যাবে, যারা সামেরিয়ায়

ইয়ার ৪:২১।
[৩:৭] পয়দা ১৮:১৭; ১শামু ৩:৭; দানি ৯:২২; ইউ ১৫:১৫; প্রকা ১০:৭।
[৩:৮] ইশা ৩১:৪।
[৩:৯] ইউসা ১৩:৩; ২খান্দান ২৬:৬।
[৩:১০] আমোষ ৫:৭; ৬:১২।
[৩:১১] আমোষ ২:৫; ৬:১৪।
[৩:১২] ১শামু ১৭:৩৪।
[৩:১৩] ইহি ২:৭।
[৩:১৪] আয়াত ২; লেবীয় ২৬:১৮।
[৩:১৫] ইয়ার ৩৬:২২।
[৪:১] জবুর ২২:১২।
[৪:২] ইয়ার ৩১:৩১।

বিছানার কোণে কিংবা পালঙ্কের উপর শিল্পীত
চাদরে বসে থাকে। ১৩ তোমরা শোন, আর
ইয়াকুবের কুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও, এই কথা
সার্বভৌম মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ বলেন।
১৪ কেননা আমি যেদিন ইসরাইলকে তার
অধর্মগুলোর প্রতিফল দেব, সেদিন বৈথেলস্থ
কোরবানগাহ্‌গুলোকে প্রতিফল দেব, তাতে
কোরবানগাহ্‌র শিংগুলো ছিন্ন হয়ে ভূমিতে
পড়বে। ১৫ আমি শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের
বাড়িকে আঘাত করবো; হাতির দাতের
বাড়িগুলো নষ্ট হবে এবং অনেক বাড়ি ধ্বংস
হবে, মাবুদ এই কথা বলেন।

ইসরাইলের প্রতি দ্বিতীয় অনুযোগ

৪ ১ হে সামেরিয়ার পাহাড়ের উপরিস্থ
বাশনের গাভীগুলো, এই কালাম শোন;
তোমরা দীনহীন লোকদের প্রতি জুলুম করছো,
দরিদ্রদেরকে চূর্ণ করছো এবং নিজেদের
মালিকদের বলছো কিছু আন, আমরা পান করি।
২ সার্বভৌম মাবুদ তাঁর পবিত্রতার শপথ করে
বলেছেন, দেখ, তোমাদের উপরে এমন সময়

দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপাদান রূপকার্থে ব্যবহার করেছে – এবং তার পেছনে কাজ করেছে খোদায়ী অনুপ্রাণিত শক্তি (আয়াত ৬)।

৩:৭ নিজের গোলাম নবী। দেখুন ইয়ার ৭:২৫; জাকা ১:৬ আয়াত ও নোট।

৩:৮ সিংহ গর্জন করলে। ১:২ আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *কে না ভবিষ্যদ্বাণী বলবে?* আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন বলেই আমোস কথা বলেছেন।

৩:৯ ফিলিস্তিন ও মিসরের ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা সামেরিয়ার ধন লুট করে ধনী হওয়া লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিচার কার্যকর হতে দেখেন (আয়াত ১৫)। *অট্টালিকা।* ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *মহা কোলাহল।* আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুসারে শৃঙ্খলা স্থাপিত না হওয়ায় সহিংস ও স্বার্থপরতাপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার ফলাফল।

৩:১০ তারা ... সঞ্চয় করে। তুলনা করুন ২:৬-৮ আয়াত। ইসরাইলের ধনী ব্যক্তিদের সমৃদ্ধির পেছনে ছিল জোর জুলুম ও লুটতরাজ। পরবর্তী আয়াতে এ ধরনের লোভের প্রতি আল্লাহ্‌র ঘোষণা প্রকাশ পেয়েছে (তুলনা করুন হাবা ২:৬-১১)।

৩:১১ বিপক্ষ। আশেরিয়া। *তোমার অট্টালিকাগুলো লুট করবে।* তাদের অট্টালিকাই লুট করা হবে যারা অন্যদের লুট করে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল।

৩:১২ ভেড়ার রাখাল দু'টি পা ... উদ্ধার করে। ভেড়াটিকে যে সিংহ খেয়ে ফেলেছে, পালক নিজে চুরি করে নি সেটা প্রমাণ করার জন্য (হিজ ২২:১৩ আয়াত দেখুন)। *উদ্ধার করা যাবে।* শুধুমাত্র কিছু বিকৃত ছিঁড়ে যাওয়া অংশ উদ্ধার করা যাবে। এ অবস্থায় জাতিটিকে সামান্য ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। সম্ভবত যারা বিলাসিতায় জীবন কাটায় তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে (৬:৪ আয়াত দেখুন)। যেহেতু সে সময় দামেস্কের উপরে ইসরাইলীয়দের অত্যন্ত প্রভাব ছিল, সে কারণে সামেরিয়ার ধনী ব্যবসায়ীরা সম্ভবত দামেস্কে তাদের বাণিজ্য প্রসারে সাথে সাথে বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল বসবাসের জন্য (১ বাদশাহ্‌ ২০:৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১৩ শোন ... সাক্ষ্য দাও। যাদেরকে ৯ আয়াতে আহ্বান জানানো হয়েছে তাদেরকেই সাক্ষ্য দিতে বলা হচ্ছে। ফিলিস্তিন এবং মিসরের ধনীয় ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা সামেরিয়ার ধনী ব্যক্তিদের প্রতি মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচারের রায় শোনে এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, মাবুদ আল্লাহ্‌র এই বিচার সঠিক ও ন্যায্য। এমনকি এই সমস্ত পৌত্তলিক পরজাতীয় লোকেরাও মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচারের সাথে একমত হবে।

৩:১৪ বৈথেলস্থ কোরবানগাহ্‌গুলো। বৈথেলে বাদশাহ্‌ প্রথম ইয়ারাবিম কর্তৃক স্থাপিত অসার দেবতাদের মূর্তিগুলোর মধ্যে ইসরাইলীয়দের গুনাহ্‌ চরমভাবে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩৩)। *কোরবানগাহ্‌র শিংগুলো।* এমন কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শেষ আশ্রয়টিও (তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ১:৫০-৫৩) ইসরাইল জাতির জীবনে কোন সুরক্ষা বয়ে আনতে পারবে না।

৩:১৫ শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের বাড়ি। তুলনা করুন ৬:১১; আরও সম্পদের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যা তাদের মালিকদের প্রয়োজনের সময়ে কোন উপকারে আসবে না – তাদের দামী সাজসজ্জা, হাতির দাঁতের ক্ষোদাই কর্ম কোন কিছুই আর কাজে লাগবে না (তুলনা করুন ৬:৪ আয়াত)। সামেরিয়া সহ অন্যান্য নগরের ধ্বংসস্তূপে এ ধরনের ক্ষোদাই কর্মের নজির দেখা যায় (১ বাদশাহ্‌ ২২:৩৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪:১ এই কালাম শোন। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *বাশনের গাভীগুলো।* এই কথার মধ্য দিয়ে অভিজাত শ্রেণীর নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তুলনা করা হয়েছে প্রাচীন কেনানের সবচেয়ে বেশি ফলবন্ত জাতের গাভীর সাথে। সাধারণত এই জাতের গাভীগুলো উত্তর জর্ডান এলাকার চারণভূমিতে পালন করা হত (দেখুন জবুর ২২:১২; ইহি ৩৯:১৮ আয়াত ও নোট)। এখানে উপহাসের ভঙ্গিতে এই রূপকটি ব্যক্ত করা হয়েছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। *সামেরিয়ার পাহাড়।* ৬:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:২ সার্বভৌম মাবুদ ... শপথ করে বলেছেন। এখানে ঘটনাবলীর সত্যতা ও সুস্পষ্টতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করা

আসছে, যে সময়ে লোকে তোমাদেরকে আঁকড়া
ও তোমাদের শেষাংশকে জেলের বড়শি দিয়ে
টেনে নিয়ে যাবে। ৩ আর তোমরা প্রত্যেকে নিজ
নিজ সম্মুখস্থ ভগ্নস্থান দিয়ে বের হবে এবং
হর্মোণে নিক্ষিপ্ত হবে, মাবুদ এই কথা বলেন।
৪ তোমরা বেথেলে গিয়ে অধর্ম কর, গিল্‌গলে
গিয়ে অধর্মের বৃদ্ধি কর এবং প্রতি প্রভাতে নিজ
নিজ কোরবানী ও প্রতি তিন দিনের দিন নিজ
নিজ দশ ভাগের এক ভাগ উৎসর্গ কর। ৫ আর
শুকরিয়ার উদ্দেশে খামিযুক্ত দ্রব্য কোরবানী কর
এবং স্বেচ্ছাদত্ত উপহারের বিষয় ঘোষণা কর ও
প্রচার কর; কেননা, হে বনি-ইসরাইল, তোমরা
এই রকম করতেই ভালবাস, এই কথা সার্বভৌম
মাবুদ বলেন।

ইসরাইল শাসন অগ্রাহ্য করলো

৬ আর আমিও তোমাদের সমস্ত নগরে
দন্তাবলির পরিচ্ছন্নতা ও তোমাদের সমস্ত
বাসস্থানে খাদ্যাভাব তোমাদেরকে দিলাম; তবুও
তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না, মাবুদ
এই কথা বলেন। ৭ আর শস্য পাকবার তিন মাস
আগে আমিও তোমাদের থেকে বৃষ্টি নিবারণ
করলাম; এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনাবৃষ্টি
দিলাম; একটি ক্ষেত পানিতে সিক্ত হল, অন্য
ক্ষেতটি পানির অভাবে শুকিয়ে গেল। ৮ তাই

[৪:৩] ইহি ১২:৫।
[৪:৪] ইউসা ৭:২।
[৪:৫] লেবীয় ৭:১৩।
[৪:৬] ইশা ৩:১; ৯:১৩; ইয়ার ৫:৩; হগয় ২:১৭।
[৪:৭] ইয়ার ৩:৩; জাকা ১৪:১৭।
[৪:৮] ইহি ৪:১৬-১৭।
[৪:৯] দ্বি:বি ২৮:২২।
[৪:১০] হিজ ৯:৩।

পানি পান করার জন্য দুই তিন নগরের লোক
টলতে টলতে অন্য এক নগরে যেত, কিন্তু তৃপ্ত
হত না;
তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে
না,
মাবুদ এই কথা বলেন।
৯ আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি রোগ দ্বারা
তোমাদের আঘাত করলাম; শূককীট তোমাদের
বহুসংখ্যক বাগান, তোমাদের আঙ্গুরক্ষেত,
তোমাদের ডুমুর গাছ ও জলপাই গাছ খেয়ে
ফেললো;
তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে
না,
মাবুদ এই কথা বলেন।
১০ আমি তোমাদের মধ্যে মিসর দেশের
মহামারীর মত মহামারী পাঠালাম; তলোয়ার
দ্বারা তোমাদের যুবকদের হত্যা করলাম ও
তোমাদের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে গেলাম; আর
তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাসিকাতে
প্রবেশ করালাম;
তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে
না,
মাবুদ এই কথা বলেন।
১১ আমি তোমাদের কতগুলো স্থান উৎপাটন

হয়েছে। *তাঁর পবিত্রতার শপথ।* ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌র সাথে তুলনা করলে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্রতার শপথ করার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌ যেভাবে সব সময় তাঁর কথা রেখেছেন সেভাবে তারাও যদি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত নিয়ম অনুসারে সমস্ত কাজ করতো ও তাদের জীবনকে পরিচালনা করতো তাহলে তারা আজ কোন অবস্থানে থাকতো পারতো (হিজ ১৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আঁকড়া।* আশেরীয়দের প্রস্তর ফলক চিত্র অনুসারে বন্দীদেরকে সব সময় তাদের নাক বা নিচের ঠোঁটে গেঁথে রাখা আংটার সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হত (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২৮ আয়াত ও নোট; ২ খান্দান ৩৩:১১; ইহি ১৯:৪, ৯; হাবা ১:১৫ আয়াত)। অবশ্য এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে দড়িও বোঝানো হতে পারে।

৪:৩ নিজ নিজ সম্মুখস্থ ভগ্নস্থান। তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১৭:৫; ইহি ১৩:৫। *হর্মোণ।* সম্ভবত এটি একটি স্থানের নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

৪:৪-৫ এই কথাগুলো পরিহাসের ছলে বলা হয়েছে।

৪:৪ বেথেল ... গিল্‌গল। এই নগরগুলোর বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল, কারণ এখানে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সহায় হয়েছিলেন (পয়দা ৩৫:১-১৫; ইউসা ৪:২০-২৪) এবং এই দুটোই নবী আমোসের সময়ে এবাদত ও কোরবানী উৎসর্গ করার জন্য খুব জনপ্রিয় স্থান ছিল (৫:৫; দেখুন হোসিয়া ৪:১৫; ১২:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *প্রতি প্রভাতে নিজ নিজ কোরবানী।* দেখুন হিজ ২৯:৩৮-৪১ আয়াত। *নিজ নিজ দশ ভাগের এক ভাগ।* অর্থাৎ দশমাংশ; সম্ভবত এটি বিশেষ দশমাংশ যা তিন বছর পর পর দেওয়া হত (দ্বি.বি. ১৪:২৮; ২৬:১২ আয়াত দেখুন)। *তিন দিনের দিন।* অনেক সময় হিব্রু ভাষায় "দিন" বলতে বছর বোঝানো হয়ে থাকে।

৪:৫ খামিযুক্ত দ্রব্য। কোরবানী উৎসর্গ করার সময় খামিযুক্ত রুটি পোড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল (দেখুন লেবীয় ২:১১; ৬:১৭)। সম্ভবত নবী আমোস এখানে ইসরাইলীয়দেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়ত ভঙ্গ করার জন্য তিরস্কার করছেন, কিংবা তিনি এখানে নাপাক দ্রব্য মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী করার বিপক্ষে কথা বলছেন। খামিযুক্ত রুটি অনেক সময় মঙ্গল কোরবানীতে আনা হত (লেবীয় ৭:১৩ আয়াত দেখুন)। *তোমরা এই রকম করতেই ভালবাস।* তারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে ভালবাসতো, কিন্তু আল্লাহ্‌ যা ভালবাসেন সেগুলো তারা ভালবাসতো না – মঙ্গল চিন্তা, দয়া, সহানুভূতি, ন্যায় বিচার (দেখুন ৫:১৫; ইশা ৫:৭; ৬১:৮; হোসিয়া ৬:৬ আয়াত ও নোট; মিকাহ্‌ ৬:৮ আয়াত)।

৪:৬-১১ অতীতে আল্লাহ্‌ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে শাসন করতেন ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন, কিন্তু তারা এই শিক্ষা খুব দ্রুত ভুলে যেত (এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৮:২২-২৪, ৩৯-৪০, ৪২, ৪৮, ৫৬-৫৭ আয়াতের শরীয়তী বদদোয়া)।

৪:৬ আমিও। এগুলো নেহায়েত সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না; এগুলো ছিল আল্লাহ্‌র বিচারের প্রত্যক্ষ কাজ (৩:৬)। তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না। এই অভিযোগটি ৮-১১ আয়াতে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৪:৭-৮ ফসল উত্তোলনের আগে তিন মাস বৃষ্টি হয় নি বলে শস্য পুরোপুরি বেড়ে উঠতে পারে নি।

৪:৯ শস্যের শোষ ও ম্লানি রোগ। দেখুন হগয় ২:১৭ আয়াত ও নোট। *শূককীট।* দেখুন হিজ ১০:১৪ আয়াত ও নোট।

৪:১০ মিসর দেশের ... মহামারী পাঠালাম। দেখুন হিজ ৭:১৪–১২:৩০ আয়াত।

করলাম, যেমন আল্লাহ্‌ সাদুম ও আমুরা উৎপাটন
করেছিলেন, তাতে তোমরা আগুন থেকে তুলে
নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের মত হলে;
তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে
না,
মাবুদ এই কথা বলেন।
১২ হে ইসরাইল, এজন্য আমি তোমার প্রতি
এরকম ব্যবহার করবো; আর এই কারণে, হে
ইসরাইল, তুমি তোমার আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে প্রস্তুত হও। ১৩ কেননা দেখ, তিনি
পর্বতমালার নির্মাতা ও বায়ুর সৃষ্টিকর্তা; তিনি
মানুষের কাছে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেন; তিনি
আলোকে অন্ধকার করেন ও দুনিয়ার
উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে চলাচল করেন; বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ মাবুদ, এই তাঁর নাম।

ইসরাইলের গুনাহের জন্য মাতম

৫ ১ হে ইসরাইল-কুল, আমি তোমাদের
বিষয়ে যে মাতম করি, তা শোন।
২ ইসরাইল-কুমারী পড়ে গেছে, সে আর উঠবে
না; সে তার ভূমিতে আছাড় খেয়েছে; তাকে
উঠাবার কেউ নেই।
৩ কারণ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, যে
নগরের লোকেরা এক হাজার লোক বের হয়,
তার একশত অবশিষ্ট থাকবে; আর যেখানে
লোকেরা একশত হয়ে বের হয়, তার দশ জন
অবশিষ্ট থাকবে, ইসরাইল-কুলের জন্য।
৪ কারণ মাবুদ ইসরাইল-কুলকে এই কথা
বলেন, তোমরা আমার খোঁজ কর, তাতে
বাঁচবে। ৫ কিন্তু বেথেলের খোঁজ করো না,
গিল্‌গলে প্রবেশ করো না ও বের্‌শেবাতে যেও
না; কেননা গিল্‌গল অবশ্য নির্বাসিত হবে,
বেথেল অসার হয়ে পড়বে।
৬ মাবুদের খোঁজ কর, তাতে বাঁচবে; নতুবা
তিনি ইউসুফের কুলে আগুনের মতই জ্বলবেন,
আর সেই আগুন গ্রাস করবে, বেথেলে সেই
আগুন নিভিয়ে ফেলবার কেউই থাকবে না।
৭ তোমরা বিচারকে তিক্ত বস্তুতে পরিণত করছো
ও ধার্মিকতাকে ভূমিসাৎ করছো।
৮ তাঁর খোঁজ কর, যিনি কৃত্তিকা ও মৃগশীর্ষ
নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যিনি ঘন অন্ধকারকে

[৪:১১] পয়দা ১৯:২৪; ইয়ার ২৩:১৪।
[৪:১৩] দানি ২:২৮।
[৫:১] ইয়ার ৪:৮; ইহি ১৯:১।
[৫:২] ২বাদশা ১৯:২১; ইয়ার ১৪:১৭।
[৫:৩] ইশা ৬:১৩; আমোষ ৬:৯।
[৫:৪] দ্বি:বি ৩২:৪৬-৪৭; ইশা ৫৫:৩; ইয়ার ২৯:১৩; ইহি ১৮:৯।
[৫:৫] পয়দা ২১:৩১; আমোষ ৮:১৪।
[৫:৬] জবুর ২২:২৬; ১০৫:৪; ইশা ৩১:১; ৫৫:৬; সফ ২:৩।
[৫:৭] ইশা ৫:২০।
[৫:৮] পয়দা ১:১৬; আইউ ৩৮:৩১।

৪:১১ সাদুম ও আমুরা। এখানে সম্পূর্ণ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে, যা উক্ত দুটি নগরের উপরে আল্লাহ্‌র বিচারের শাস্তি হিসেবে নেমে এসেছিল (দেখুন পয়দা ১৯:২৪-২৫) এবং ক্রমে তা প্রবাদসম হয়ে ওঠে (দেখুন দ্বি.বি. ২৯:২৩; ইশা ১:৯; ১৩:১৯; আরও দেখুন ইয়ার ৪৯:১৮; সফ ২:৯ আয়াত ও নোট)। *আগুন থেকে তুলে নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের মত।* অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কারণে রক্ষা পেয়েছে।

৪:১২ তুমি তোমার আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হও। বিপর্যস্ত ইসরাইলকে আশেরীয়দের দ্বারা এনে হাঁটু গেড়ে বসানো হল, যেন সে সিনাই পর্বতে তার সাথে চুক্তি স্থাপনকারী আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হয়ে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে কতটা মারাত্মক অপরাধ করেছে।

৪:১৩ দেখুন আয়াত ৫:৮-৯ ও নোট। এমন শক্তিশালী ও পরাক্রমী আল্লাহ্‌ খুব সহজেই ১২ আয়াতে ঘোষিত বিচার সম্পন্ন করতে পারেন।

৫:১ যে মাতম করি, তা শোন। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। তোমাদের বিষয়ে যে মাতম করি। নবী আমোস এমনভাবে মাতম করছিলেন যেন ইসরাইল জাতি ইতোমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

৫:২ ইসরাইল-কুমারী। এখানে ইসরাইল জাতির ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াত ও নোট)। *তাকে উঠাবার কেউ নেই।* খোলা মাঠে পড়ে থাকা মৃতদেহের মত ইসরাইল আজ পতিত অবস্থায় পড়ে আছে (দেখুন ইয়ার ৮:২; ৯:২২ আয়াত)।

৫:৩ যে নগরের লোকেরা। এর হিব্রু প্রতিশব্দটি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির লোক সমাজ বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেকেই কষ্টভোগ করেছে।

৫:৪ আমার খোঁজ কর, তাতে বাঁচবে। এই বিশেষ আমন্ত্রণটি ৬ আয়াতে বিধৃত করা হয়েছে এবং আবার ১৪ আয়াতে তা দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে বক্তব্যটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদি ইসরাইল জাতির লোকেরা মাবুদ আল্লাহ্‌র খোঁজ করে তাহলে তারা নবী আমোসের মাতমে উল্লেখিত ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হতে পারে (সফ ২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:৫ বেথেল ... গিলগল। দেখুন ৪:৪ আয়াত ও নোট। *বেরশেবা।* এর অবস্থান ছিল এহুদার দক্ষিণ দিকে। এই স্থানটিও একাধারে মাবুদের এবাদতের জন্য অত্যন্ত উপযোগী স্থান ছিল এবং পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করার জন্যও স্থানটি ব্যবহৃত হত (আয়াত ৮:১৪ দেখুন)। মাবুদের জন্য নির্ধারিত যে সকল এবাদতের স্থানে পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করা হয়েছে সেগুলো অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

৫:৬ মূর্তিপূজা করার সমস্ত স্থান ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে; তথাপি যদি ইসরাইল জাতি মাবুদ আল্লাহ্‌র দিকে ফেরে তাহলে তাদের জাতিগত ভাবে উদ্ধার লাভের আশা রয়েছে। অন্যথায় নিজের বেছে নেওয়া লোক হলেও আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। *মাবুদের খোঁজ কর, তাতে বাঁচবে।* দেখুন আয়াত ৪ ও নোট। *ইউসুফের কুলে।* ইসরাইলের উত্তর রাজ্য, যার নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী ছিল আফরাহীম, হযরত ইউসুফের বংশধর (দেখুন আয়াত ১৫; ৬:৬; হোসিয়া ৪:৭ আয়াত ও নোট)। *বেথেল।* উত্তর রাজ্যের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু (দেখুন আয়াত ৩:১৪; ৪:৪; ৭:১৩; হোসিয়া ১২:৪ ও নোট)। ইসরাইলীয়রা সেখানে যে দেবতাদের পূজা করতে শুরু করেছিল তারা সকলে প্রকৃত ও একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল।

৫:৭ তোমরা বিচারকে তিক্ত বস্তুতে পরিণত করছো। তারা বিচারের সমস্ত প্রক্রিয়া করে তুলেছিল দুর্নীতিপরায়ণ। তারা আল্লাহ্‌র বিধানকে উল্টে ফেলেছিল এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত তা পরিবর্তন করে প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল।

৫:৮-৯ এই অংশটিতেও ৪:১৩ আয়াতের মত সংক্ষিপ্ত গজল রয়েছে (দেখুন ৯:৫-৬ আয়াত ও নোট)। এখানে নবী আমোস তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন যারা ভাল থেকে মন্দতে পরিণত হয়েছে (আয়াত ৭) এবং যিনি রাতকে দিনে রূপান্তর করতে পারেন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন – এবং যিনি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে তাঁর বিপথগামী লোকদেরকে এক নিমিষে শেষ করে দিতে পারেন।

৫:৮ কৃত্তিকা। সাতটি নক্ষত্রের সমন্বয়ে একটি তারকারাজি;

BACIB International Bible CHURCH

প্রভাতে পরিণত করেন, যিনি দিনকে রাতের মত
অন্ধকারময় করেন, যিনি সমুদ্রের জলরাশিকে
আহ্বান করে স্থলের উপর ঢেলে দেন; তাঁর নাম
মাবুদ। [৯] তিনি বলবানের প্রতি হঠাৎ সর্বনাশ
উপস্থিত করেন, তাতে সর্বনাশ দুর্গের উপরে
আসে।
[১০] যে নগর-দ্বারে অনুযোগ করে, লোকে তাকে
হিংসা করে এবং তারা সত্যবাদীকে ঘৃণা করে।
[১১] তোমরা দীনহীন লোককে পদতলে দলিত
করছো ও তার কাছ থেকে গমরূপ দর্শনী গ্রহণ
করছো; এজন্য, তোমরা খোদাই-করা পাথরের
বাড়ি নির্মাণ করেছ বটে, কিন্তু তাতে বাস করতে
পারবে না; তোমরা রম্য আঙ্গুরক্ষেত রোপণ
করেছ বটে, কিন্তু তার আঙ্গুর-রস পান করতে
পারবে না। [১২] কেননা আমি জানি, তোমাদের
অধর্ম বহুবিধ, তোমাদের গুনাহ্‌ কঠোর; তোমরা
ধার্মিককে কষ্ট দিচ্ছ, ঘুষ গ্রহণ করছো এবং
নগর-দ্বারে দরিদ্র লোকদের প্রতি অন্যায় করছো।
[১৩] এজন্য এমন সময়ে বুদ্ধিমান লোক চুপ করে
থাকে, কেননা এটি দুঃসময়।

[১৪] উত্তমের চেষ্টা কর, মন্দের নয়, যেন
বাঁচতে পার; তাতে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌,
তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যেমন তোমরা বলে
থাক। [১৫] মন্দকে ঘৃণা কর ও উত্তমকে ভালবাস
এবং নগর-দ্বারে ন্যায়বিচার স্থাপন কর; তাতে
হয় তো বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ মাবুদ ইউসুফের
অবশিষ্টাংশের প্রতি কৃপা করবেন।
[১৬] এজন্য প্রভু, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ মাবুদ,
এই কথা বলেন, সমস্ত চকে মাতম হবে এবং
লোকে সমস্ত পথে হায় হায় করবে; আর তারা
চেঁচিয়ে কৃষককে মাতম করতে বলবে, যারা
মাতম করতে নিপুণ তাদেরকে হাহাকার করতে
বলবে। [১৭] আর সমস্ত আঙ্গুর-ক্ষেতে মাতম হবে,
কেননা আমি তোমার মধ্য দিয়ে গমন করবো,
মাবুদ এই কথা বলেন।

মাবুদের দিন ঘোর অন্ধকার

[১৮] তোমরা, যারা মাবুদের দিনের আকাঙ্ক্ষা
কর; ধিক্‌ তোমাদের! মাবুদের দিন তোমাদের
কি করবে? তা অন্ধকার, আলো নয়। [১৯] কোন
ব্যক্তি হয়তো সিংহ থেকে পালিয়ে গেল, আর

[৫:৯] মীখা ৫:১১।
[৫:১০] ইশা ২৯:২১।
[৫:১১] দ্বি:বি ২৮:৩০; মীখা ১:৬।
[৫:১২] আইউ ৩৬:১৮; ইশা ১:২৩; ইহি ২২:১২।
[৫:১৩] ইষ্টের ৪:১৪।
[৫:১৫] জবুর ৫২:৩; ৯৭:১০; রোমীয় ১২:৯।
[৫:১৬] ইয়ার ৯:১৭; আমোষ ৮:৩; সফ ১:১০।
[৫:১৭] ইশা ১৬:১০; ইয়ার ৪৮:৩৩।
[৫:১৮] ইশা ২:১২; যোয়েল ১:১৫।

সাধারণত মৃগশীর্ষ তারকারাজির সাথে এর নাম উল্লেখ করা হয় (আইউব ৯:৯ আয়াত দেখুন)। *ঘন অন্ধকারকে প্রভাতে ... দিনকে রাতের মত অন্ধকারময় করেন।* রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিক আবর্তন (পয়দা ৮:২২; ইয়ার ৩১:৩৫ আয়াত দেখুন)। *সমুদ্রের জলরাশি।* পৃথিবীর ভূগর্ভের উপরিভাগের পানি (দেখুন ৯:৬; পয়দা ১:৭; এর সাথে দেখুন পয়দা ১:৬; জবুর ৩৬:৮; ৪২:৭; ১০৪:৩ আয়াত)। অন্যভাবে বললে, সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয় থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ আকারে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হয় এবং বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। *তাঁর নাম মাবুদ।* এই অংশটি আরও দুই বার দেখা যায় এই কিতাবে (দেখুন ৪:১৩ আয়াত, যেখানে এই অংশটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে; ৯:৬)।

৫:১০ যে বাক্যটি ৭ আয়াতে শুরু করা হয়েছে সেটি এখনও চলছে। এই কাব্যধর্মী অনুচ্ছেদটি ১২-১৩ আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শেষ হয়েছে, যেখানে এই আয়াতটি হিব্রু ভাষায় তৃতীয় পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে এর আগের অংশে অর্থাৎ ১১-১২ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে উত্তম পুরুষে। আয়াত ৭, ১০, ১২-১৩ এর বর্ণনা অনেকটা উদ্দেশ্যধর্মী বা বর্ণনামূলক, কিন্তু ১১-১২ আয়াতের বর্ণনা আরও বেশি সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ।

৫:১১ দীনহীন লোককে ... গমরূপ দর্শনী গ্রহণ করছো। এখানে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রথমে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে (২:৭)। *নির্মাণ করেছ বটে।* অসৎ উপার্জনের মধ্য দিয়ে উপার্জিত তাদের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌ যে কোন ধ্বংস করে ফেলতে পারেন। তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি তখন কেবলই তাদের দুঃখ হয়ে দেখা দেবে (দ্বি.বি. ২৮:৩০, ৩৮-৪০ আয়াতের শরীয়তী বদদোয়া দেখুন।

৫:১৩ বুদ্ধিমান লোক। কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই জানে তারা তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারবে এবং সে কারণে বিচারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

৫:১৪ উত্তমের চেষ্টা কর। তুলনা করুন "আমার খোঁজ কর" (আয়াত ৪; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ইশা ১:১৬-১৭ আয়াত এবং ১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *যেন বাঁচতে পার।* এর উদ্দেশ্য ৪, ৬ আয়াতে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা পরিবর্তন করা একেবারেই অসম্ভব। *তোমাদের সঙ্গে।* তোমাদের সুরক্ষা ও রহমতের উৎস হয়ে।

৫:১৫ হয় তো। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা যে এখন অনিশ্চিত একটি বিষয় তা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি ইসরাইলের সমগ্র জন সাধারণও যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তারপরও তা সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ, যেন তাদের অন্তরের শুদ্ধতা বিচার করা যায়। *অবশিষ্টাংশের প্রতি।* এখানে বোঝানো হয়েছে যে, এখনই যদি মন পরিবর্তন করা হয় তাহলে এই দুর্যোগ থেকে কোন কোন মানুষ বাঁচলেও বাঁচতে পারে, অর্থাৎ জাতিটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে না। ইউসুফ। দেখুন ৬ আয়াতের নোট।

৫:১৬-১৭ আবারও নবী আমোস তাঁর মাতমে ফিরে এসেছেন, যা দিয়ে এই অংশটি শুরু করা হয়েছিল (আয়াত ১-২)। *সমস্ত চকে ... সমস্ত পথে ... কৃষককে।* সকলে আল্লাহ্‌র শাস্তির কারণে প্রভাবিত হবে। এমনকি কৃষকেরা, যারা এ ধরনের কাজের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, তারাও তাদের সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে এসে মাতমে যোগ দেবে এবং তাদের শোক ও মাতম নগর ছাড়িয়ে আঙ্গুর ক্ষেত্রেও প্রবেশ করবে (যোয়েল ১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। যখন পবিত্র আল্লাহ্‌ তাদের মধ্য দিয়ে "গমন করবেন" (যেমনটা তিনি মিসরে করেছিলেন, হিজ ১২:১২), সে সময় তিনি গুনাহ্‌গার ও নাপাক লোকদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তারা আর পালাতে পারবে না (তুলনা করুন ইশা ৬:৫ আয়াত)।

৫:১৮ মাবুদের দিন। যে দিন মাবুদ আল্লাহ্‌ দুনিয়ার উপরে পূর্ণ বিজয় লাভ করবেন এবং সমগ্র দুনিয়ার উপরে তাঁর কর্তৃত্ব আদায় করে নেবেন (দেখুন ৮:৯ আয়াতের নোট; ইশা ২:১১, ১৭, ২০; যোয়েল ১:১৫)। ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি হিসেবে উত্থিত হওয়ার জন্য এই দিনের আকাঙ্ক্ষা করেছে। কিন্তু নবী আমোস তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে, তারা যেভাবে চিন্তা করেছে সেভাবে দিনটি আসবে না – দিনটি তার জন্য হবে "অন্ধকারের, আলোর নয়" (আয়াত ২০; দেখুন ৮:৯ আয়াত ও নোট), কারণ ইসরাইল আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিল না। (তুলনা করুন "আমাদের

ভল্লুকীর সম্মুখে পড়লো; অথবা বাড়িতে গিয়ে
দেয়ালে হাত রাখলে সাপ তাকে দংশন করলো।
২০ মাবুদের দিন কি আলো, অন্ধকার কি নয়? তা
কি ঘোর অন্ধকার নয়, তাতে কি আলো থাকবে?
২১ আমি তোমাদের উৎসবগুলো ঘৃণা করি,
অগ্রাহ্য করি, আমি তোমাদের মাহ্‌ফিলগুলো
আমি সহ্য করতে পারি না। ২২ তোমরা আমার
কাছে পোড়ানো-কোরবানী ও নৈবেদ্য উৎসর্গ
করলে আমি তা গ্রাহ্য করবো না এবং তোমাদের
পুষ্ট পশুর মঙ্গল-কোরবানীদানেও দৃষ্টিপাত করবো
না। ২৩ আমার কাছ থেকে তোমার সঙ্গীতের
শোরগোল দূর কর, আমি তোমার নেবল-যন্ত্রের
বাদ্য শোনব না। ২৪ কিন্তু বিচার পানির মত
প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা চিরপ্রবাহমান স্রোতের
মত বয়ে যাক।
২৫ হে ইসরাইল-কুল, তোমরা মরুভূমিতে
চল্লিশ বছর পর্যন্ত কি আমার উদ্দেশে কোরবানী
ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলে? ২৬ বরং তোমরা
তোমাদের বাদশাহ্‌ সিক্কুৎকে ও কীয়ূন নামক
তোমাদের মূর্তিগুলোকে, তোমাদের দেবতার
তারা, যা তোমরা নিজেদের জন্য তৈরি
করেছিলে, এসব তুলে বহন করতে। ২৭ অতএব
আমি তোমাদের নির্বাসনের জন্য দামেস্কের
ওদিকে গমন করাব, মাবুদ এই কথা বলেন, যাঁর
নাম বাহিনীগণের আল্লাহ্‌।

[৫:২০] ওব ১:১৫; সফ ১:১৫। [৫:২১] ইয়ার ৪৪:৪। [৫:২২] লেবীয় ২৬:৩১। [৫:২৩] আমোষ ৬:৫। [৫:২৪] ইয়ার ২২:৩। [৫:২৫] হিজ ১৬:৩৫। [৫:২৬] ইহি ১৮:৬; ২০:১৬। [৫:২৭] মীখা ১:১৬। [৬:১] লূক ৬:২৪। [৬:২] পয়দা ১০:১০। [৬:৩] ইশা ৫৬:১২; ইহি ১২:২২; আমোষ ৯:১০। [৬:৪] ইষ্টের ১:৬; মেসাল ৭:১৭।

আরামে বাসকারীদের আনন্দ চূর্ণ হবে

৬ ১ ধিক্‌ তাদেরকে যারা সিয়োনে নিশ্চিন্ত
বাস করছে ও তাদেরকে যারা সামেরিয়া
পর্বতে নির্ভয়ে বাস করছে, জাতিদের শ্রেষ্ঠাংশের
মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ, ইসরাইল-কুল যাদের শর-
ণাগত। ২ তোমরা কল্‌নীতে গিয়ে দেখ ও
সেখান থেকে বড় হমাতে গমন কর, পরে
ফিলিস্তিনীদের গাতে নেমে যাও; সেই সকল
রাজ্য কি এই দুই রাজ্য থেকে উত্তম? কিংবা
তাদের সীমা কি তোমাদের সীমা থেকে বড়?
৩ ওরা অমঙ্গলের দিনকে নিজেদের থেকে দূরে
রাখছে ও দৌরাত্ম্যের আসন নিকটবর্তী করছে;
৪ তারা হাতির দাঁতের বিছানায় শয়ন করে,
পালঙ্কের উপরে নিজ নিজ শরীর লম্বা করে এবং
পালের মধ্য থেকে ভেড়ার বাচ্চাগুলোর,

প্রভু ঈসা মসীহের দিন” এবং ১ করি ১:৮; ৩:১২-১৫; ৫:৫; ২ করি ১:১৪; ফিলি ১:৬, ১০; ২:১৬ আয়াতের বক্তব্য)। নবী আমোস প্রাথমিকভাবে ইসরাইল জাতির উপরে আগত আসন্ন বিচারের কথা বলেছেন, তিনি চূড়ান্ত শেষ বিচারের দিনের কথা বলেন নি।

৫:১৯-২০ এই দুটি চিত্র (আয়াত ১৯) মূলত আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচারের কথা প্রকাশ করে, যা থেকে পালানোর কোন উপায় নেই।

৫:২১-২৭ আবারও আল্লাহ্‌ সরাসরি ইসরাইল জাতিকে তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন।

৫:২১-২৩ এই তিনটি আয়াতে ইসরাইল জাতির মধ্যে প্রচলিত সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সারসংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা বাতিল করা হয়েছে। কোন ধর্মীয় বিধানই অসঙ্গত বা অন্যায্য ছিল না, কিন্তু যারা তা পালন করতো তাদের মধ্যেই ছিল যত সমস্যা। লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে কোন মৌলিক ধারণা ছিল না, কারণ তারা আল্লাহ্‌র কালাম উপযুক্তভাবে পালন করতো না (দেখুন ইশা ১:১১-১৫ আয়াত ও নোট)।

৫:২১ আমি সহ্য করতে পারি না। আক্ষরিক অর্থে “আমি তা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করতে পারি না।”

৫:২৪ বিচার ... ধার্মিকতা। আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য পূর্বশর্ত (দেখুন মিকাহ্‌ ৬:৮ আয়াত ও নোট); কিন্তু এগুলোকেই ইসরাইল জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ঘৃণা করেছিল (তুলনা করুন আয়াত ৭, ১০, ১২)। *পানির মত ... চিরপ্রবহমাণ স্রোতের মত।* সাধারণ স্রোতের বিপরীত, কারণ সেগুলো বছরের বেশিরভাগ সময় শুকনো থাকে (দেখুন ইয়ার ৫:১৮ আয়াত ও নোট)। এই সদৃশটি বেশ সুস্পষ্ট: যেখানে পানির প্রবাহ থাকে সেখানে যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন সুশোভিত হয়, তেমনি যেখানে ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতা থাকে সেখানে মানব জীবনও বিকশিত হয়।

৫:২৫ আল্লাহ্‌র সাথে ইসরাইল জাতির সম্পর্ক কখনোই কেবল কোরবানী উৎসর্গের সম্পর্ক ছিল না। এর মূলে ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর লোকদের বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা (দেখুন ১ শামু ১৫:২২ আয়াত ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন রোমীয় ১:৫ আয়াত)। *মরুভূমিতে চল্লিশ বছর।* দেখুন শুমারী ১৪:৩২-৩৫ আয়াত এবং ১৪:৩৪ আয়াতের নোট।

৫:২৬ এই আয়াতে প্রচ্ছন্ন ভাষায় ইসরাইল জাতির পৌত্তলিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তা অনেক আগে মরুভূমিতে বিচরণের সময় না কি পরবর্তীতে প্রতিজ্ঞাত দেশে আগমনের পরের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। অক্কদীয় নাম থেকে দুটি বিশেষ্য পদ পাওয়া যায়। সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে (ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের প্রচলিত গ্রীক অনুবাদ) কিছুটা ভিন্ন লেখা দেখা যায়, যা প্রেরিত ৭:৪৩ আয়াতে অনুসরণ করা হয়েছে।

৫:২৭ এটিই সর্বশেষ শাস্তি – আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দেশ থেকে দূরবর্তী কোন এক দেশে বন্দীদশায় গমন।

৬:১ সিয়োনে ... সামেরিয়া পর্বতে। যদিও নবী আমোস প্রথমত ইসরাইলের প্রতি কথা বলেছেন, তথাপি এহুদা ও জেরুশালেমেরও (সিয়োন) এই তিরস্কার পাওয়া উচিত ছিল (তুলনা করুন ২:৪-৫); কারণ ১২টি গোষ্ঠী নিয়ে ইসরাইল জাতি গঠিত হয়েছে। *সামেরিয়া পর্বত।* ৪:১ আয়াত দেখুন; ইসরাইলের রাজধানী নগর, যা বাদশাহ্‌ অম্রি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক উঁচু ও নিরাপদ পর্বতের চূড়ায় এর অবস্থান ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৬:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জাতিদের শ্রেষ্ঠাংশের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ।* ইসরাইল জাতি তার নিজের ক্ষমতা ও সম্পদশালীতার কারণে নিজেকে অজেয় বলে ভাবছিল (দেখুন ভূমিকা: সময়কাল ও ঐতিহাসিক পটভূমি)।

৬:২ সম্ভবত কল্‌নী ও হমাত বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের অভিযানের মধ্যে পড়েছিল (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৪:২৫, ২৮ ও নোট) এবং বাদশাহ্‌ উষিয় গাতের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন (২ খান্দান ২৬:৬ আয়াত দেখুন)। এই কথাগুলো সম্ভবত “ইসরাইলের লোকেরা” বলেছিল (আয়াত ১) যারা নিজেদের উন্নতিতে প্রচণ্ড অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিল।

৬:৩ অমঙ্গলের দিন। ৫:১৮ আয়াত দেখুন।

৬:৪ শয়ন করে ... শরীর লম্বা করে। দেখুন আয়াত ৩:১২ ও নোট। *হাতির দাঁত।* দেখুন ৩:১৫ আয়াত ও নোট।

আস্তাবলের মধ্য থেকে বাছুরগুলোকে এনে
ভোজন করে; ৫ তারা নেবল-যন্ত্রের বাদ্যে
উচ্চস্বরে গান করে, দাউদের মত নিজেদের জন্য
নানা বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করে; ৬ তারা বড় বড়
ভাণ্ডে আঙ্গুর-রস পান করে এবং উৎকৃষ্ট তেল
শরীরে মাখে, কিন্তু তারা ইউসুফের দুর্দশায়
দুঃখিত হয় না। ৭ এজন্য এখন তারা প্রথম
নির্বাসিত লোকদের সঙ্গে নির্বাসিত হবে ও
আরামে শয়নকারীদের আনন্দ-চিৎকার শেষ
হবে।
৮ সার্বভৌম মাবুদ নিজের নামে কসম
খেয়েছেন, এই কথা বাহিনীগণের আল্লাহ্ মাবুদ
বলেন; আমি ইয়াকুবের অহংকার ঘৃণা করি ও
তার অট্টালিকাগুলো দেখতে পারি না; এজন্য
আমি নগর ও তার মধ্যকার সকলকে অন্যের
হাতে তুলে দেব।
৯ একটি বাড়িতে দশ জন মানুষ অবশিষ্ট
থাকলেও তারা মারা পড়বে। ১০ আর বাড়ি থেকে
লাশগুলো বের করার জন্য কোন ব্যক্তির চাচা,
এমন কি, শবদাহকারী, তাকে তোলার পর
অন্তঃপুরস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবে, এখনও কি
তোমার কাছে আর কেউ আছে? সে বলবে, কেউ
নেই। তখন সে বলবে, চুপ কর; মাবুদের নাম

[৬:৪] ইশা ১:১১; ইহি ৩৪:২-৩; আমোষ ৩:১২।
[৬:৫] জবুর ১৩৭:২; ইশা ১৪:১১; আমোষ ৫:২৩।
[৬:৬] ইহি ৯:৪।
[৬:৭] আমোষ ৫:২৭।
[৬:৮] পয়দা ২২:১৬; ইব ৬:১৩।
[৬:৯] আমোষ ৫:৩।
[৬:১০] ১শামু ৩১:১২।
[৬:১০] আমোষ ৮:৩।
[৬:১১] ইশা ৩৪:৫।
[৬:১২] আমোষ ৩:১০।
[৬:১৩] আইউ ৮:১৫; ইশা ২৮:১৪-১৫।
[৬:১৪] ইয়ার ৫:১৫।
[৭:১] আমোষ ৮:১।
[৭:২] হিজ ১০:১৫।

উচ্চারণ করার নয়। ১১ কারণ দেখ, মাবুদ হুকুম
করেন আর বড় বাড়ি খণ্ড-বিখণ্ড ও ছোট বাড়ি
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যাবে।
১২ শৈলে কি ঘোড়ারা দৌড়াবে, কিংবা কেউ
বলদ নিয়ে হাল বইবে? তবে তোমরা কেন
বিচারকে বিষবৃক্ষস্বরূপ ও ধার্মিকতার ফলকে
তিক্ত বস্তুস্বরূপ করেছ? ১৩ তোমরা অবস্তুতে
আনন্দ করছো, বলছো, আমরা কি নিজেদের
বলে শৃঙ্গ দু'টি লাভ করি নি? ১৪ কারণ, হে
ইসরাইল-কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
একটি জাতি দাঁড় করাব, এই কথা বাহিনীগণের
আল্লাহ্ মাবুদ বলেন; তারা হমাতের প্রবেশস্থান
থেকে অরাবা সমভূমির স্রোতোমার্গ পর্যন্ত
তোমাদের প্রতি জুলুম করবে।

পঙ্গপাল, আগুন ও ওলোন

৭ ১ সার্বভৌম মাবুদ আমাকে এরকম
দেখালেন; দেখ, পরবর্তী সময়ে অঙ্কুরিত
ঘাসের অঙ্কুরারম্ভে তিনি পঙ্গপালদেরকে গঠন
করলেন; আর দেখ, বাদশাহ্‌র ঘাস কাটার পরে
সেই ঘাস উৎপন্ন হচ্ছিল। ২ তারা ভূমির ওষধি
নিঃশেষে ভোজন করলে আমি বললাম, হে
সার্বভৌম মাবুদ, আরজ করি, মাফ কর; ইয়াকুব
কিভাবে দাঁড়াবে? কেননা সে ক্ষুদ্র। ৩ মাবুদ সেই

৬:৫ দাউদের মত। দেখুন ১ শামু ১৬:১৫-২৩; ২ শামু ২৩:১ আয়াত।

৬:৬ বড় বড় ভাণ্ড। অতিশায়িত করে এ কথাটি বলা হয়েছে। *ইউসুফের দুর্দশা*। দেখুন ৫:৬ আয়াত ও নোট।

৬:৮ নিজের নামে কসম খেয়েছেন। দেখুন পয়দা ২২:১৬; হাবা ৬:১৩ আয়াত। এই কসমের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা চূড়ান্ত। *ইয়াকুবের অহঙ্কার*। যে সমস্ত দুর্গ ও প্রাসাদে লোকেরা আশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত গর্ব বোধ করতো ("তার দুর্গ"; তুলনা করুন ইহি ৩২:১২ আয়াত ও নোট)। *অট্টালিকা*। ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১০-১১ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য: বেঁচে যাওয়া একজন লোক তার ঘরের এক কোণে চুপ করে লুকিয়ে আছে। তার আত্মীয় তাকে মুনাজাত করতেও নিষেধ করছে, কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌র গজব পুরো শহরের উপরে পতিত হয়েছে।

৬:১০ লাশগুলো বের করার জন্য ... শবদাহকারী। সম্ভবত এখানে মৃতদের সম্মানে আগুন জ্বালানোর কথা বলা হয়ে থাকতে পারে (দেখুন ইশা ৩৪:৫ আয়াত ও নোট)। সাধারণত সে সময় লাশ পোড়ানো হত না। অত্যন্ত নৃশংস ও ভয়ঙ্কর অপরাধীদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হত (দেখুন পয়দা ৩৮:২৪; লেবীয় ২০:১৪; ২১:৯; ইউসা ৭:১৫, ২৫; ১ শামু ৩১:১২ আয়াত ও নোট)।

৬:১১ বড় বাড়ি ... ছোট বাড়ি। সম্ভবত এখানে ৩:১৫ আয়াতের গ্রীষ্মকালীন বাড়ি ও শীতকালের বাড়ির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত টানা হয়েছে।

৬:১২ কেউ বলদ নিয়ে হাল বইবে? ইসরাইলে ন্যায় বিচারের লঙ্ঘন সাধারণ মানুষের মনেও ন্যায় অন্যায় নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক ঘটিয়েছে। দেখুন আয়াত ৫:৭ ও নোট।

৬:১৩ এখানে মূলত শৃঙ্গ বলতে লো দাবর এবং কর্ণয়ীম নগরী দুটির কথা বলা হয়েছে। বাদশাহ্ যিহোয়াস সম্ভবত হসায়েলের কাছ থেকে এই দুটি নগর পুনরুদ্ধার করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১০:৩২-৩৩; ১৩:২৫ আয়াত দেখুন) কিংবা বাদশাহ্ দ্বিতীয় ইয়ারাবিম এ দুটো উদ্ধার করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৪:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। পরবর্তী নবী আমোসের কিছু দিন পরে আশেরীয়রা তা দখল করে নেয় (২ বাদশাহ্ ১৫:২৯) – এর পর এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে যার ফলে বাদশাহ্ দ্বিতীয় ইয়ারাবিম যত প্রদেশ অধিকার করেছিলেন তা একে একে হারিয়ে যেতে থাকে।

৬:১৪ একটি জাতি। আশেরিয়া। *হমাতের প্রবেশস্থান থেকে অরাবা সমভূমির স্রোতোমার্গ পর্যন্ত*। উত্তর লেবাননের অরন্টোস নদী থেকে শুরু করে মৃত সাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূমি (দেখুন ২ বাদশাহ্ ১৪:২৫ আয়াত)।

৭:১ আমাকে এরকম দেখালেন। এখানে কয়েকটি দর্শনের কথা বলা হচ্ছে যাতে আমরা বুঝতে পারি নবী আমোস আল্লাহ্‌র কী কী দর্শন দেখেছেন ও শুনেছেন (দেখুন আয়াত ৪, ৭; ৮:১; ইয়ার ১:১১ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন আমোস ৯:১ আয়াত)। *পঙ্গপালদেরকে*। দেখুন ৪:৯; হিজ ১০:৪ আয়াত ও নোট। *বাদশাহ্‌র ঘাস*। সম্ভবত আগে থেকেই ফসল কেটে রাখার বিষয়ে বলা হচ্ছে, কারণ তা বাদশাহ্‌র কর হিসেবে আদায় করা হত। *পরবর্তী সময়ে অঙ্কুরিত ঘাস*। শস্য ও প্রথমবারের মত খড় তুলে নেওয়ার পর যে শস্য উৎপন্ন হত। গরু ও ভেড়ার পাল চড়ে চড়ে এই ঘাসগুলোই খেত, যে পর্যন্ত না শুকনো মৌসুম পার হয়ে যায়।

৭:২ দেখুন আয়াত ৫। *কিভাবে দাঁড়াবে?* সমগ্র জনসাধারণ দুর্ভিক্ষের কারণে কষ্ট পাবে। *ইয়াকুব*। ইসরাইল জাতি। *কেননা সে ক্ষুদ্র*। এই দুর্যোগ সহ্য করার জন্য অনুপযোগী। নবী আমোস এখানে ইসরাইল জাতির সাথে আল্লাহ্‌র চুক্তিকে ঘিরে কোন ধরনের আবেদন জানান নি – সম্ভবত এর কারণ হল,

বিষয়ে অনুশোচনা করলেন; মাবুদ বললেন, ঐ
রকম ঘটবে না।
৪ সার্বভৌম মাবুদ আমাকে এরকম দেখালেন;
দেখ, সার্বভৌম মাবুদ বিবাদের জন্য আগুনকে
আহ্বান করলেন, আর সে মহাজলধিকে গ্রাস
করে ভূমি গ্রাস করতে লাগল। ৫ তখন আমি
বললাম, হে সার্বভৌম মাবুদ, আরজ করি, ক্ষান্ত
হও; ইয়াকুব কিভাবে দাঁড়াবে? কেননা সে ক্ষুদ্র।
৬ মাবুদ সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন;
সার্বভৌম মাবুদ বললেন, এও হবে না।
৭ তিনি আমাকে এরকম দেখালেন, দেখ, প্রভু
ওলোন হাতে নিয়ে ওলোনের দ্বারা প্রস্তুত একটি
দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। ৮ আর মাবুদ
আমাকে বললেন, আমোজ, তুমি কি দেখছ?
আমি বললাম, ওলোন দেখতে পাচ্ছি। তখন প্রভু
বললেন, দেখ, আমি আমার লোক ইসরাইলের
মধ্যে ওলোনসূত্র লাগাচ্ছি, তাদের আর অমনি
ছেড়ে যাব না। ৯ আর ইস্‌হাকের উচ্চস্থলীগুলো
ধ্বংস হবে, ইসরাইলের পবিত্রস্থানগুলো উৎসন্ন
হবে এবং আমি তলোয়ার নিয়ে ইয়ারাবিমের

[৭:৩] হিজ ৩২:১৪; দ্বিঃবি ৩২:৩৬।
[৭:৪] ইশা ৬৬:১৬; যোয়েল ১:১৯।
[৭:৫] যোয়েল ২:১৭।
[৭:৬] হিজ ৩২:১৪; ইয়ার ১৮:৮; ইউ ৩:১০।
[৭:৮] ইয়ার ১:১১, ১৩।
[৭:৯] ১বাদশা ১৩:৩৪; ২বাদশা ১৫:৯; ইশা ৬৩:১৮; হোশেয় ১০:৮।
[৭:১০] ইউসা ৭:২।
[৭:১১] আমোষ ৫:২৭।
[৭:১২] ১শামু ৯:৯।
[৭:১৩] ইয়ার ৩৬:৫।
[৭:১৪] ১শামু ১০:৫; ২বাদশা

কুলের বিরুদ্ধে উঠবো।

আমোসের সাহস

১০ তখন বেথেলের ইমাম অমৎসিয় ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের কাছে এই কথা বলে
পাঠাল, আমোস ইসরাইল-কুলের মধ্যে নিজের
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, দেশ তার এত কথা সহ্য
করতে পারে না। ১১ কেননা আমোস এই কথা
বলছে, ইয়ারাবিম তলোয়ারের আঘাতে নিহত
হবেন ও ইসরাইল অবশ্য স্বদেশ থেকে নির্বাসিত
হবে।
১২ আর অমৎসিয় আমোসকে বললো, হে
দর্শক, তুমি যাও, এহুদা দেশে পালিয়ে যাও,
সেই স্থানে রুটি আহার কর ও সেই স্থানে
ভবিষ্যদ্বাণী বল; ১৩ কিন্তু বেথেলে আর কখনও
ভবিষ্যদ্বাণী বলো না, কেননা এটা বাদশাহ্‌র
পবিত্র স্থান ও রাজপুরী।
১৪ তখন আমোস উত্তরে অমৎসিয়কে বললেন,
আমি নিজে নবী ছিলাম না, নবীর সন্তানও
ছিলাম না, কেবল ভেড়ার রাখাল ও ডুমুরফল
সংগ্রাহক ছিলাম। ১৫ কিন্তু মাবুদ আমাকে

ইসরাইল অবাধ্যতা এ ধরনের আবেদন করার সমস্ত সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

৭:৩ দেখুন আয়াত ৬। *মাবুদ সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন।* নবীর মধ্যস্থতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে (পয়দা ২০:৭ আয়াত দেখুন) – কিন্তু তিনি কোনভাবেই ক্ষমা করলেন না।

৭:৪ মহাজলধি। সম্ভবত এখানে ভূমধ্যসাগরের কথা বোঝানো হচ্ছে। *ভূমি।* আক্ষরিক অর্থে "ভূখণ্ড"; সম্ভবত এখানে প্রতিজ্ঞাত দেশের কথা বোঝানো হয়েছে, কিংবা আরও পরিষ্কার করে বললে ভূমির উপরে থাকা সমস্ত কিছু গ্রাস করার কথা বলা হচ্ছে (তুলনা করুন যোয়েল ১:১৯ আয়াত)।

৭:৫ আয়াত ২ ও নোট দেখুন।

৭:৬ দেখুন আয়াত ৩ ও নোট।

৭:৭ ইসরাইলকে এখানে একটি দেয়ালের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, যা পরিমাপ করে সংস্কার করা প্রয়োজন।

৭:৮-৯ আমরা দেখেছি ১-৬ আয়াতে আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণ ধ্বংসের কথা বলছিলেন, কিন্তু নবী আমোসের মুনাজাতের কারণে তিনি নিজ মন পরিবর্তন করেছেন – যদিও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন বলে এখনো কথা দেন নি। কিন্তু এখন মাবুদ আল্লাহ্‌ আর মধ্যস্থতার মধ্যে যাচ্ছেন না (দেখুন ইয়ার ৭:১৬; ১৫:১ আয়াত ও নোট)।

৭:৮ তুমি কি দেখছ? দেখুন ইয়ার ১:১১ আয়াত। *ওলোন দেখতে পাচ্ছি।* আল্লাহ্‌র লোকদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শ অনুসারে পুনঃনির্মিত হতে হবে (আয়াত ৭)। আশা করা হয়েছিল তারা সকলেই সঠিক পরিমাপ বিশিষ্ট হবে, কিন্তু যখন পরীক্ষা করা হল তখন দেখা গেল তাদের কোন দিক থেকেই মাপের ঠিক নেই (দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২১:১৩ আয়াত ও নোট)। *আমার লোক।* এখানে আমোস কিতাবে প্রথমবারের মত মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে "আমার লোক" বলে সম্বোধন করছেন (দেখুন আয়াত ১৫; ৮:২; ৯:১০, ১৪; এর সাথে হিজ ১৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *তাদের আর অমনি ছেড়ে যাব না।* দেখুন আয়াত ৮:২; তুলনা করুন ৯:১-৪ আয়াত।

৭:৯ উচ্চস্থলীগুলো ... পবিত্রস্থানগুলো ... ইয়ারাবিমের কুল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে আত্মগর্বের কোন স্থান থাকবে না। *ইস্‌হাক।* ইসরাইলের (অর্থাৎ ইয়াকুবের) পিতা। হযরত ইয়াকুবকে এভাবে সম্বোধন করতে একমাত্র আমোস কিতাবেই দেখা যায় (আয়াত ১৬ দেখুন)। *ইয়ারাবিম।* ১-৬ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইসরাইল ও সামেরিয়ার নেতৃস্থানীয় মানুষগুলোকে সমন্বিতভাবে বলা হয়েছে; এখানে নবী আমোস শুধুমাত্র একজন মানুষের নাম বলেছেন, তিনি বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় ইয়ারাবিম।

৭:১১ অমৎসিয়ের কথার মধ্য দিয়ে নবী আমোসের বার্তা সংক্ষেপিত করা হচ্ছে (আয়াত ১৭ ও নোট দেখুন)। *ইয়ারাবিম।* এখানে তাঁর গৃহ তথা বংশের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৯), কারণ একজন বাদশাহ্‌র নাম দিয়ে তাঁর রাজবংশকেও নির্দেশ করা হত। *নিহত হবেন।* বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯), কিন্তু তাঁর সন্তান এবং উত্তরাধিকারী (২ বাদশাহ্‌ ১৫:৮) নিহত হয়েছিলেন আততায়ীর হাতে (২ বাদশাহ্‌ ১৫:১০ আয়াত দেখুন)।

৭:১২ দর্শক। অমৎসিয় আমোসকে নবীর পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। *এহুদা দেশে পালিয়ে যাও ... সেই স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী বল।* অর্থাৎ নবী আমোসকে তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা)।

৭:১৩ বাদশাহ্‌র পবিত্র স্থান। অমৎসিয় সামেরিয়ার বাদশাহ্‌র সেবা করতেন, ইসরাইলের বেহেশতী বাদশাহ্‌র সেবা করতেন না; এ কারণে তিনি নবী আমোসকে এমন কোন কথা বলতে দিতে পারেন না যা বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম বা তাঁর রাজ্যের কোন ধরনের বিরোধী মত পোষণ করে।

৭:১৪ আমি নিজে নবী ছিলাম না, নবীর সন্তানও ছিলাম না। নবী আমোস পূর্বেকার কোন নবীর সাথে বা তাদের সাহাবীদের সাথে তাঁর যে কোন ধরনের সংযোগ বা সম্পর্কের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (১ বাদশাহ্‌ ২০:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)। বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম বা ইসরাইল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার জন্য কেউই তাঁকে নিয়োগ দেয় নি। *ভেড়ার রাখাল।* দেখুন আয়াত ১:১, কিন্তু হিব্রু ভাষায় একটি ভিন্ন শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যা পুরাতন নিয়মের আর অন্য কোথাও

পশুপালের পিছনে চলা থেকে নিয়ে আসলেন
এবং মাবুদ আমাকে বললেন, যাও, আমার লোক
ইসরাইলের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বল। ১৬ অতএব
এখন তুমি মাবুদের কালাম শোন, তুমি বলছো,
ইসরাইলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলো না, ইস্‌হাক
-কুলের বিরুদ্ধে প্রচার করো না; ১৭ এজন্য মাবুদ
এই কথা বলেন, তোমার স্ত্রী নগরে পতিতা হবে,
তোমার পুত্রকন্যারা তলোয়ারের আঘাতে মারা
পড়বে, তোমার ভূমি মানরজ্জু দ্বারা বিভক্ত হবে
এবং তুমি নিজে নাপাক দেশে মারা যাবে, আর
ইসরাইল স্বদেশ থেকে অবশ্য নির্বাসিত হবে।

এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল

৮ ১ সার্বভৌম মাবুদ আমাকে এরকম
দেখালেন; দেখ, এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল।
আর তিনি বললেন, আমোজ, তুমি কি দেখতে
পাচ্ছ? ২ আমি বললাম, এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল।
তখন মাবুদ আমাকে বললেন, আমার লোক
ইসরাইলের কাছে পরিণাম আসল; আমি তাদের
আর অমনি ছেড়ে যাব না। ৩ সেদিন প্রাসাদের
গান হাহাকার হয়ে যাবে, এই কথা সার্বভৌম
মাবুদ বলেন; লাশ অনেক; লোকে সমস্ত জায়গায়
সেই সব ফেলে দিয়েছে। চুপ!
৪ ওহে তোমরা যারা দরিদ্র লোককে গ্রাস
করছো ও দেশের অভাবী লোকদের লোপ
করছো, তোমরা এই কালাম শোন। ৫ তোমরা
বলে থাক, ‘অমাবস্যা কখন গত হবে? আমরা
শস্য বিক্রি করতে চাই। বিশ্রামদিন কখন গত
হবে? আমরা গমের ব্যবসা করতে চাই। ঐফা
ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী করবো, আর ছলনার
দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাব; ৬ রূপা দিয়ে
দীনহীনদেরকে ও এক জোড়া জুতা দিয়ে
দরিদ্রকে ক্রয় করবো এবং গমের ছাঁট বিক্রি
করবো।’ ৭ মাবুদ ইয়াকুবের মহিমাস্থলের নাম
নিয়ে এই কসম খেয়েছেন, নিশ্চয়ই এদের কোন
কাজ আমি কখনও ভুলে যাব না। ৮ এর জন্য কি
দেশ কাঁপবে না? দেশ-নিবাসী সকলে কি
শোকান্বিত হবে না? সমুদয় দেশ নীল নদীর মত
স্ফীত হয়ে উঠবে, মিসরীয় নদীর মত ঢেউ খেলে
আবার নেমে যাবে।
৯ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, সেদিন
আমি মধ্যাহ্নকালে সূর্যকে অস্তগত করবো এবং
আলোর দিনে দেশকে অন্ধকারময় করবো।

২:৫; ৪:৩৮; জাকা ১৩:৫।
[৭:১৫] পয়দা ৩৭:২; ২শামু ৭:৮।
[৭:১৬] ইয়ার ২২:২।
[৭:১৭] হোশেয় ৪:১৩।
[৮:১] আমোষ ৭:১।
[৮:২] ইয়ার ১:১৩; ২৪:৩।
[৮:৩] আমোষ ৫:১৬।
[৮:৪] মেসাল ৩০:১৪।
[৮:৫] দ্বি:বি ২৫:১৫; ২বাদশা ৪:২৩; মীখা ৬:১০-১১; জাকা ৫:৬।
[৮:৬] আমোষ ৫:১১।
[৮:৭] জবুর ৪৭:৪।
[৮:৮] আইউ ৯:৬; ইয়ার ৫১:২৯।
[৮:৯] আইউ ৫:১৪;

পাওয়া যায় না। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের সমার্থক শব্দ অবশ্য “গরু” বা “গবাদি পশু”। *ডুমুরফল।* এটি প্রকৃতপক্ষে ডুমুর ফল নয়, তবে ডুমুরের মত দেখতে এক ধরনের ফল, যার আকৃতি ছিল ডুমুরের চেয়ে ছোট এবং তার স্বাদও ডুমুরের মত উৎকৃষ্ট ছিল না। ভাল ফল উত্তোলন করতে হলে বাগানের পরিচর্যাকারী বা মালীর প্রত্যেকটি ডুমুরের আগাছা ছেটে দিতে হত, যাকে এখানে “সংগ্রাহক” বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

৭:১৫ পিছনে চলা থেকে। কিংবা বলা যায় পালন করা থেকে নিয়ে আসলেন। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে মেষপালকের অবস্থানের চেয়ে বরং তার দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। *যাও।* আমোস বেথেলে ছিলেন কারণ আল্লাহ্‌ তাঁকে সেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করতে প্রেরণ করেছিলেন।

৭:১৬ প্রচার করো না। তুলনা করুন ২:১২ আয়াত।

৭:১৭ নবী আমোস ব্যক্তিগতভাবে ইমামকে দোষী হিসেবে অভিযুক্ত করছেন। *পতিতা হবে।* অমৎসিয় বন্দীদশায় চলে যাওয়া, তাঁর সন্তানেরা সকলে মারা যাওয়ার কারণে এবং পারিবারিক বাসস্থান হারানোর কারণে পতিতাবৃত্তি করা ছাড়া অমৎসিয়ের স্ত্রীর আর কোন পথ খোলা ছিল না। *তোমার ভূমি।* অমৎসিয়ের ব্যক্তিগত জমি ভাগ করে লোকদের মধ্যে দেওয়া হবে। *নাপাক দেশ।* যেখানে একজন ইমাম হয়েও তাকে নাপাক কাজ করতে হবে এবং নাপাক খাবার খেতে হবে। *আর ইসরাইল স্বদেশ থেকে।* নবী আমোসের বলা ইসরাইল নামটি এবং স্বদেশ শব্দটি ১১ আয়াতের বক্তব্যের প্রায় সমার্থক (আয়াত ১১ দেখুন)।

৮:১ আমাকে এরকম দেখালেন। দেখুন ৭:১ আয়াতের নোট। *তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?* ৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:২ এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল। অর্থাৎ পাকা ফল। *পরিণাম আসল।* ইসরাইলের লোকদর বিচারের সময় উপস্থিত হয়েছে। ৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:৩ সেদিন। ৫:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *হাহাকার হয়ে যাবে ... চুপ!* এই ফসল উত্তোলনের মৌসুমে কোন অগ্রিমাংশের ঈদ হবে না (তুলনা করুন লেবীয় ২৩:৩৯-৪১ আয়াত) – বেহেশতী বিচারের সম্মুখীন হয়ে প্রত্যেককে নিশ্চুপ হয়ে যেতে হবে (দেখুন হাবা ২:২০ আয়াত)।

৮:৪ তোমরা এই কালাম শোন। আয়াত ৩:১ ও নোট দেখুন। *গ্রাস করছো।* ৫:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:৫ অমাবস্যা ... বিশ্রামদিন। আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় উৎসব, যখন যে কোন বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ ছিল (শুমারী ২৮:৯-১৫; ২ বাদশাহ্‌ ৪:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী ... ছলনার দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাব।* দেখুন লেবীয় ১৯:৩৫; মেসাল ১১:১ আয়াত ও নোট; হোসিয়া ১২:৭ আয়াত।

৮:৬ দেখুন আয়াত ২:৬ ও নোট।

৮:৭ মাবুদ ইয়াকুবের মহিমাস্থলের নাম নিয়ে এই কসম খেয়েছেন। অনেকটা পরিহাসের ছলেই যেন নবী আমোস এখানে ৬:৮ আয়াতের কথাটিকে পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেখানে কথাটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বলা হয় নি (যেমনটা এখানে বলা হয়েছে), বরং বলা হয়েছিল ইসরাইলের অট্টালিকাগুলোর প্রতি।

৮:৮ দেখুন আয়াত ৯:৫। *নীল নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠবে।* কারণ ইথিওপিয়ার ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতি বছর মিসরে নীল নদের পানি সর্বোচ্চ ২৫ ফিট পর্যন্ত বেড়ে যায় এবং তাতে করে নদীর তীরবর্তী এর চেয়ে নিচু অঞ্চলগুলো সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে যায়। নীল নদের এই বন্যার ফলে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি চলে আসে, যা নীল নদের তীরবর্তী মিসরকে করে তোলে উর্বর।

৮:৯ সেদিন। দেখুন ৫:১৮ আয়াত ও নোট। *দেশকে অন্ধকারময় করবো।* অন্যান্য স্থানে মাবুদের দিন বলতে বোঝানো হয়েছে যেদিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলবে এবং সমস্ত আলো অন্ধকারে পরিণত হবে (দেখুন ৫:৮, ২০; ইশা ১৩:১০; ২৪:২৩; ৩৪:৪; ৫০:৩; ইহি ৩২:৭-৮; যোয়েল ২:২, ১০, ৩১ আয়াত এবং ২:২ আয়াতের নোট; মিকাহ্‌ ৩:৬; সফ ১:১৫; প্রকা ৬:১২), যেন সমস্ত সৃষ্টি জগত আবার আগের অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে, যখন সব কিছু নিরাকার

১০ আমি তোমাদের উৎসবগুলো শোকে ও
তোমাদের সমস্ত গজল বিলাপে পরিণত করবো;
সকলের কোমরে চট পরাবো ও সকলের মাথায়
টাক পড়াব; একমাত্র পুত্রশোকের মত দেশকে
শোক করাব এবং তার শেষকাল তীব্র দুঃখের
দিন হবে।
১১ সার্বভৌম মাবুদ বলেন, দেখ, এমন দিন
আসছে, যে দিনে আমি এই দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ
করবো; তা খাবারের দুর্ভিক্ষ কিংবা পানির
পিপাসা নয়, কিন্তু মাবুদের কালাম শ্রবণের।
১২ লোকেরা টলতে টলতে এক সমুদ্র থেকে অন্য
সমুদ্র পর্যন্ত এবং উত্তর থেকে পূর্ব পর্যন্ত ভ্রমণ
করবে; তারা মাবুদের কালামের খোঁজে ইতস্তত
দৌড়াদৌড়ি করবে, কিন্তু তা পাবে না। ১৩ সেদিন
সুন্দরী যুবতীরা ও যুবকেরা পিপাসায় মূর্চ্ছাপন্ন
হবে। ১৪ যারা সামেরিয়ার গুনাহ্‌ নিয়ে শপথ
করে, বলে, ‘হে দান, তোমার জীবন্ত আল্লাহ্‌র
কসম, বের্‌শেবার জীবন্ত পথের কসম,’ তারা
পড়ে যাবে, আর কখনও উঠবে না।

ইসরাইলের ধ্বংস

৯ ১ আমি প্রভুকে দেখলাম, তিনি
কোরবানগাহ্‌র কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন;
তিনি বললেন, তুমি স্তম্ভের শীর্ষস্থানে আঘাত কর,

লূক ২৩:৪৪-৪৫।
[৮:১০] লেবীয় ২৬:৩১।
[৮:১১] ইয়ার ৩০:৩; ৩১:২৭।
[৮:১২] ইহি ২০:৩, ৩১।
[৮:১৩] ইশা ৪১:১৭; হোশেয় ২:৩।
[৮:১৪] মীখা ১:৫।
[৯:১] জবুর ৬৮:২১।
[৯:২] ইয়ার ৫১:৫৩।
[৯:৩] পয়দা ৪৯:১৭; আইউব ১১:২০; ইয়ার ১৬:১৬-১৭।
[৯:৪] লেবীয় ২৬:৩৩; ইহি ৫:১২।
[৯:৫] জবুর ৪৬:২।

দ্বারের গোবরাট কেঁপে উঠুক, তুমি সকলের
মাথায় তা ভেঙ্গে ফেল; আর তাদের শেষাংশকে
আমি তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করবো, তাদের
মধ্যে এক জনও পলাতে পারবে না, এক জনও
রক্ষা পেতে পারবে না। ২ তারা খনন করে
পাতাল পর্যন্ত গেলেও সেখান থেকে আমার হাত
তাদেরকে ধরে আনবে এবং আসমান পর্যন্ত
উঠলেও আমি সেখান থেকে তাদেরকে নামাব।
৩ আর তারা কর্মিলের শৃঙ্গে গিয়ে লুকালেও আমি
সেখানে অনুসন্ধান করে তাদেরকে ধরবো;
আমার দৃষ্টি সীমা থেকে সমুদ্রের তলে গিয়ে
লুকালেও আমি সেখানে সাপকে হুকুম দেব, সে
তাদেরকে দংশন করবে। ৪ আর তারা
দুশমনদের সম্মুখে বন্দীদশার স্থানে গেলেও
আমি সেখানে তলোয়ারকে হুকুম দেব, আর তা
তাদেরকে হত্যা করবে; এভাবে অমঙ্গলের জন্য
আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবো, মঙ্গলের জন্য
নয়।
৫ প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ, তিনিই দেশকে
স্পর্শ করলে তা গলে যায় ও দেশ-নিবাসী
সকলে শোকান্বিত হয়; এবং সমুদয় দেশ নীল
নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠবে, মিসরীয় নদীর মত
নেমে যাবে। ৬ তিনি আসমানে তাঁর উঁচু

ছিল (দেখুন ইয়ার ৪:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৮:১০ শোক। বাদশাহ্‌ দাউদ এই শোক চিত্রায়িত করেছেন (২ শামু ১৮:৩৩ আয়াত দেখুন)। *চট পরাবো ... মাথায় টাক পড়াব।* শোক প্রকাশের চিহ্ন (দেখুন পয়দা ৩৭:৩৪; ইশা ১৫:২-৩ আয়াত ও নোট)। *একমাত্র পুত্র।* যার জীবনের উপরে পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে (তুলনা করুন ২ শামু ১৮:১৮; জাকা ১২:১০)। *তীব্র দুঃখের দিন।* যা উৎসবের দিন বা আনন্দের দিনের বিপরীত (দেখুন ইষ্টের ৯:২২ আয়াত)।

৮:১১ এমন দিন। যখন আল্লাহ্‌র বিচার বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে। *দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করবো ... মাবুদের কালাম শ্রবণের।* ইসরাইল জাতি সাধারণত তাদের দুর্যোগের সময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশেষ প্রত্যাদেশ বা ভবিষ্যদ্বাণী লাভের জন্য মন ফেরায় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৯:১-৪, ৪-১৫; ২২:১৩-১৪৭; ইয়ার ২১:১-২; ইহি ১৪:৭), কিন্তু আসন্ন বিচারে আল্লাহ্‌ এ ধরনের সমস্ত মুনাজাত ও আবেদনের প্রত্যুত্তরে নীরব থাকবেন – যা হবে আল্লাহ্‌র ভয়ঙ্কর নীরবতা (দেখুন ইহি ৭:২৬ আয়াত ও নোট; ২০:১-৩; মিকাহ্‌ ৩:৪, ৭)।

৮:১২ এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র ... উত্তর থেকে পূর্ব পর্যন্ত। ইসরাইলের সমস্ত ভূখণ্ড জুড়ে, ভূমধ্যসাগর থেকে মৃত সাগর পর্যন্ত, এমনকি জর্ডান উপকূল পর্যন্ত।

৮:১৩ পিপাসা। শারীরিক ও রূহানিক উভয় ধরনের পিপাসা বোঝানো হয়েছে। *তাদের শক্তি শুষে নেওয়া হয়েছিল।* এমনকি জাতির সুন্দরী যুবতীরা এবং শক্তিমান যুবকেরাও দুর্বল হবে এবং জ্ঞান হারাবে।

৮:১৪ যারা ... শপথ করে। তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের দেবতাদের নামে শপথ করে। তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ না করে মিথ্যা ও অসার দেবতাদের নামে শপথ করে। *সামেরিয়া।* দেখুন আয়াত ৬:১। *দান ... বের্‌শেবা।* যে নগরগুলো শুধু ইসরাইলের উত্তর ও দক্ষিণের সর্বোচ্চ সীমাই নির্দেশ করে নি (কাজী ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন), সেই সাথে এগুলো পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা অর্চণার স্থান হিসেবেও চিহ্নিত ছিল (দেখুন আয়াত ৫:৫; ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৯ আয়াত ও নোট)।

৯:১ আমি প্রভুকে দেখলাম। দেখুন ৭:১ আয়াত ও নোট। আল্লাহ্‌ এখন দুনিয়ার উপরে অবস্থান করছেন। *কোরবানগাহ্‌র কাছে।* যেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে এক সময় শান্তি ও রহমতের কথা শুনিয়েছিলেন সেখান থেকেই এখন তিনি তাদের বিনাশ সাধন শুরু করতে যাচ্ছেন। *স্তম্ভের শীর্ষস্থান।* আল্লাহ্‌ এবাদতখানাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করবেন, কারুকাজ করা ছাদের খিলান ও স্তম্ভ থেকে শুরু করে ভিত্তির ভারী প্রস্তর পর্যন্ত সমস্ত অংশ। শেষ লাইনে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। *এক জনও ... রক্ষা পেতে পারবে না।* ৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২-৪ দেখুন আয়াত ৭:৮ ও নোট। এই আয়াতগুলো বলে যে, আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচার থেকে পালিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই রূপক চিত্রে দেখানো হয়েছে একজন মানুষকে জবুর ১৩৯:৭-১২ আয়াতের সাথে তুলনা করা হচ্ছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। সমস্ত স্থানে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব রয়েছে, এমনকি পাতালে কবরের মধ্যেও (আয়াত ২)।

৯:৩ কর্মিলের শৃঙ্গে। ১:২ আয়াতের নোট দেখুন। *সাপ।* পৌত্তলিকদের পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সমুদ্রের তলদেশে ভয়ঙ্কর দানব বাস করে (দেখুন জবুর ৭৪:১৩-১৪ আয়াত ও নোট)। যদি কিছু লোক (আয়াত ১) সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে লুকিয়ে থাকার চিন্তা করে, তারপরও তারা আল্লাহ্‌র হাত থেকে বাঁচতে পারবে না, কারণ সৃষ্টির সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে আছে।

৯:৪ দুশমনদের সম্মুখে ... গেলেও ... হুকুম দেব। এমনকি যারা বিভিন্ন জাতিদের মধ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারাও আল্লাহ্‌র বিচার থেকে রেহাই পাবে না। *অমঙ্গলের জন্য আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৩৩:১৮-১৯; ৩৪:১৫ আয়াত।

৯:৫ প্রভু ... স্পর্শ করলে। এখানে অনেকটা গজলের আকারে

কক্ষগুলো নির্মাণ করেছেন, দুনিয়ার উপরে তাঁর
চন্দ্রাতপ স্থাপন করেছেন; তিনি সমুদ্রের
জলরাশিকে ডেকে স্থলের উপরে ঢেলে দেন;
মাবুদ তাঁর নাম। ৭ মাবুদ বলেন, হে বনি-
ইসরাইল, তোমরা কি আমার কাছে
ইথিওপীয়দের মত নও? আমি কি মিসর দেশ
থেকে ইসরাইলকে, কপ্তোর থেকে ফিলিস্তিনী-
দেরকে এবং কীর থেকে অরামীয়দেরকে আনি
নি? ৮ দেখ, সার্বভৌম মাবুদের দৃষ্টি এই
গুনাহ্‌গার রাজ্যের উপরে রয়েছে; আর আমি
ভূতল থেকে তা মুছে ফেলব; তবুও ইয়াকুবের
কুলকে একেবারে মুছে ফেলব না, মাবুদ এই
কথা বলেন। ৯ কারণ দেখ, আমি হুকুম দেব,
আর যেমন কুলাতে শস্য চালে, তেমনি আমি
সমস্ত জাতির মধ্যে ইসরাইল-কুলকে চালব, কিন্তু
একটি কণাও ভূমিতে পড়বে না। ১০ আমার সেই

[৯:৬] ইয়ার ৪৩:৯।
[৯:৭] ২খান্দান ১২:৩; ইশা ২০:৪; ৪৩:৩।
[৯:৮] ইয়ার ৪:২৭।
[৯:৯] লূক ২২:৩১।
[৯:১০] ইয়ার ৫:১২; ২৩:১৭; ইহি ২০:৩৮; আমোষ ৬:৩।
[৯:১১] ইশা ৭:২।
[৯:১২] প্রেরিত ১৫:১৬-১৭।
[৯:১৩] ইয়ার ৩১:৩৮; ৩৩:১৪।

গুনাহ্‌গার লোকেরা সকলে তলোয়ারের আঘাতে
মারা পড়বে, যারা বলছে, অমঙ্গল আমাদের কাছ
পর্যন্ত আসবে না, আমাদের সম্মুখবর্তী হবে না।

দাউদের পড়ে যাওয়া কুটির পুনঃস্থাপন

১১ সেদিন আমি দাউদের পড়ে যাওয়া কুটির
পুনঃস্থাপন করবো, তার ফাটল বন্ধ করে দেব ও
উৎপাটিত স্থানগুলো পুনর্গঠন করবো এবং
আগের মত তা নির্মাণ করবো; ১২ যেন তারা
ইদোমের অবশিষ্ট লোক এবং যত জাতির উপরে
আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, সকলের অধিকারী
হয়; মাবুদ, যিনি তা সাধন করেন, তিনি এই
কথা বলেন।
১৩ মাবুদ বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে,
যে সময়ে হালবাহক শস্যচ্ছেদকের সঙ্গে ও
আঙ্গুরপেষক বীজ বাপকের সঙ্গে মিলবে;
পর্বতগুলো থেকে মিষ্ট আঙ্গুর-রস ক্ষরণ হবে

স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ হলেন এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা এবং ধারণকর্তা। আর এভাবে এর আগের আয়াতগুলোর সমস্ত বক্তব্যকে আরও জোরালো করা হয়েছে (দেখূন ৪:১৩; ৫:৮-৯ আয়াত ও নোট)। *দেশ ... গলে যায়।* জবুর ৪৬:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *নীল নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠবে।* ৮:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:৬ তাঁর উঁচু কক্ষগুলো। এর সাথে তুলনা করুন আল্লাহ্‌র পরিমাপের সাথে মানুষের পরিমাপের মান, যাদের নির্মাণ করা কাঠামো ভূকম্পনের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভূপাতিত হয় (আয়াত ৫)। দেখুন জবুর ১০৪:৩ আয়াত ও নোট। *সমুদ্রের জলরাশি।* দেখুন ৫:৮ আয়াত ও নোট।

৯:৭ ইথিওপীয়। একটি কৃষ্ণাঙ্গ জাতি যারা মিসরের দক্ষিণে বসবাস করতো (দেখুন ইয়ার ১৩:২৩ আয়াত)। *আমি কি ... ইসরাইলকে ... আনি নি?* হিজ ২০:২ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র অতীতের সমস্ত দোয়া ও রহমতের উপরে বিশ্বাস রেখে তাঁর ভবিষ্যতের রহমত ও দোয়ার নিশ্চয়তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। ইসরাইল জাতি তার নিজের গোঁড়ামি ও কঠিন হৃদয়ের কারণে হিজরতের সময় আল্লাহ্‌ তাদেরকে যে সকল শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তা গ্রহণ করতে পারে নি। মিসর দেশ থেকে ইসরাইল জাতির বের হয়ে আসা তার মধ্যে কোন তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে নি। *কপ্তোর থেকে ফিলিস্তিনীদেরকে।* ইয়ার ৪৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *কীর।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৮ গুনাহ্‌গার রাজ্য। আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসরাইল জাতির অবাধ্যতা ও গুনাহ্‌র মাত্রা অন্য যে কোন জাতির চেয়ে হাজার গুণ বেশি ছিল (দেখুন আয়াত ১:৩–২:১৬; ৩:১-২ এবং ৩:২ আয়াতের নোট)। *তবুও ... একেবারে মুছে ফেলব না।* ১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৯ কুলাতে শস্য চালে। এই প্রক্রিয়ায় জমি থেকে ফসল উত্তোলনের পর শস্য থেকে ছোট পাথর ও অন্যান্য ময়লা দূর করা হয়। *একটি কণাও ভূমিতে পড়বে না।* শুধুমাত্র শস্য সেই কুলার মধ্য দিয়ে যথাস্থানে পড়বে এবং অন্য আর সব কিছু চালনিতে আটকে যাবে।

৯:১০ গুনাহ্‌গার লোকেরা সকলে ... মারা পড়বে। তাদের ক্রমাগত বিরোধিতা ও গুনাহ্‌গারিতার কারণে। *আমার সেই ... লোকেরা।* দেখুন আয়াত ৭:৮ ও নোট।

৯:১১-১২ এই অংশটি প্রেরিত ১৫:১৬-১৭ আয়াতের উদ্ধৃত করা হয়েছে (দেখুন প্রেরিত ১৫:১৬ আয়াতের নোট)।

৯:১১ এই আয়াতটিকে ইহুদী তালমুদে ঈসা মসীহ্‌ সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। *পুনঃস্থাপন করবো।* নবী আমোসের কথার পেছনে আশা খুঁজে পাওয়া যায় – যে আশাবাদটি আমরা পুরাতন নিয়মে পয়দা ৩:১৫ আয়াত থেকে দেখতে পাই: আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে নিঃশেষে বিনষ্ট করবেন না, বরং তিনি তাদের বিচার করার পরে দোয়া করবেন। *কুটির।* দেখুন ইশা ১:৮; ৪:৬ আয়াত। অবিশ্বস্ত ইসরাইল জাতি প্রায়শই মিসরের কাছ থেকে সুরক্ষা চেয়েছে (ইশা ৩০:২ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু বিশ্বস্ত ইসরাইল সব সময় মাবুদ আল্লাহ্‌তে আশ্রয় খুঁজেছে (দেখুন জবুর ৯১:১; তুলনা করুন জবুর ১৭:৮ আয়াত ও নোট)। তারা দাউদের কুলে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত ও অভিষিক্ত বাদশাহ্‌র জন্যও খোঁজ করেছে, যার মধ্য দিয়ে তারা জাতিগণের মধ্যে সুরক্ষা খুঁজে পেয়েছে (দেখুন মাতম ৪:২০ আয়াত ও নোট)। সেই সুরক্ষার কুটির এখন পতিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা আবার পুনরুদ্ধার করবেন। *আগের মত।* যেমনটা বাদশাহ্‌ দাউদ ও সোলায়মানের সময়ে ছিল।

৯:১২ ইদোমের অবশিষ্ট লোক। ইসরাইল জাতির এই চির শত্রুর উপরে আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসার পর তার যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে (১:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *যত জাতির উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে।* এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র অভিষিক্ত ভবিষ্যৎ বাদশাহ্‌ কর্তৃত্বের আওতা সম্পর্কে বলা হচ্ছে এবং সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ইসরাইল জাতির বহু সংখ্যক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপরে বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে হযরত ইব্রাহিম ও বাদশাহ্‌ দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পাদিত নিয়মের পূর্ণতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। মসীহ্‌ তাঁর পূর্ববর্তী দুশমনদের উপরেও রাজত্ব করবেন, যাদের প্রতীক হিসেবে এখানে ইদোমের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (দেখুন ইশা ৩৪:৫; যোয়েল ৩:১৯; ওবদিয়া ৮ আয়াত)। *যিনি তা সাধন করেন।* আল্লাহ্‌ যা বলেন তা করেন।

৯:১৩-১৫ সমস্ত ধ্বংস, মৃত্যু ও বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করার পর (দেখুন আয়াত ৫:৯, ১১, ২৭) নবী আমোস অবশেষে আদন উদ্যানের মত এক গৌরবময় সময়ের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, যখন বীজ বপন ও ফসল কাটার মৌসুম একই সাথে চলবে, যখন মানুষ অনবরত তাজা খাবারের যোগান পাবে – যা ৪:৬-১১ আয়াতের এক বিপরীত চিত্র (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১৩ দেখুন যোয়েল ৩:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

এবং সকল উপপর্বত গলে যাবে।
14 আর আমি আমার লোক ইসরাইলের বন্দীদশা ফিরাব; তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলো নির্মাণ করে সেখানে বাস করবে, আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত করে তার রস পান করবে এবং বাগান প্রস্তুত করে তার ফল ভোগ করবে।
15 আর আমি তাদের ভূমিতে তাদের রোপণ করবো; আমি তাদেরকে যে ভূমি দিয়েছি, তা থেকে তারা আর উৎপাটিত হবে না; তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন।

[৯:১৪] ইয়ার ২৯:১৪।

[৯:১৫] হিজ ১৫:১৭; ইশা ৬০:২১।

৯:১৪-১৫ আমি ... ফিরাব ... নির্মাণ করে সেখানে বাস করবে ... বাগান প্রস্তুত করে ... আমি ...তাদের রোপণ করবো। প্রতিজ্ঞাত দেশে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে কর্মঠ, ফলবন্ত ও সুরক্ষিত করে তুলবেন।

৯:১৪ আমার লোক। দেখুন ৭:৮ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন হোসিয়া ১:৯ আয়াত; কিন্তু এর সাথে দেখুন ২:২৩ আয়াত। *ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলো নির্মাণ করে।* দেখুন ইশা ৫৮:১২ আয়াত ও নোট।

৯:১৫ আর উৎপাটিত হবে না। যখন ইসরাইল জাতি চূড়ান্তভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পুনরুজ্জীবন লাভ করবে, তখন সে আর কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে না। *তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ।* তুলনা করুন হোসিয়া ১:৯ আয়াত; তবে এর সাথে হোসিয়া ২:২৩ আয়াত দেখুন।